Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে সময়ের গুরুত্বতে

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আয়েশা আক্তার আশা

রোলঃ 216022025

২ জুন,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে সময়ের গুরুত্বতে

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আয়েশা আক্তার আশা

রোলঃ 216022025

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ইসলামের দৃষ্টিতে সময়ের গুরুত্বতে" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আয়েশা আক্তার আশা, আইডিঃ 216022025 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামের দৃষ্টিতে সময়ের গুরুত্বতে " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচ

عائشة

(স্বাক্ষর)

আয়েশা আক্তার আশা

আইডিঃ 216022025

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২ জুন, ২০২৪ ইং

সূচীপত্র

ভূমিকা....................................9
ইসলামে সময়ের গুরুত্ব....................................10
⊖শরিয়তের হুকুম আহকামের মাঝে সময়ের গুরুত্ব....................................11
⬣সময় আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত....................................13
⬣ইসলামে সময়কে কেন এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে....................................16
⬣সময় নিয়ে পবিত্র কোরআনে যা বলা হয়েছে।....................................18
⬣ইসলামে সময়ের সদ্ব্যবহার....................................20
⬣আল্লাহ তা'য়ালার সব নেয়ামতের মধ্যে অন্যতম নিয়ামত হলো সময়....................................25
⬣সঠিক সময়ে সঠিক কাজ করতে পারলেই দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন সফল হবে....................................27
সময়ের গুরুত্ব প্রদান বিষয়ে মনীষীদের কিছু ঘটনা....................................32
⬣জীবনের সময়ে বরকত অর্জনের পন্থা....................................33
⬣ বুযুর্গদের সময় নিয়ে কিছু কথা....................................36
⬣যে সময় গেলো তা আর ফিরে আসবে না....................................38
⬣সময় অপচয় রোধ করতে হবে কেন।....................................39
⬣সময় অপচয় করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে শাস্তির কথা....................................40
⬣যে সময়গুলো নষ্ট হচ্ছে সেগুলোই আসল সময়....................................41
⬣সময়ের অপচয় রোধ করার উপায়....................................43
⬣ রাসুল (স) সময় ভোর থেকে রাত পযন্ত সারাদিন যেভাবে কাটাতেন....................................44

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তা'য়ালার কাছে শুকরিয়া আদায় করতেছি যিনি আমাকে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে সময়ের গুরুত্ব নিয়ে কিছু লিখার তৌফিক দান করেছেন আবারো মন থেকে বলতেছি আলহামদুলিল্লাহ ।

আল্লাহ *তাআলার অসংখ্য নিয়ামতের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান একটি হলো 'সময়'। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে নিয়ামতটির যথার্থ মূল্যায়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কেননা, সময়ের যথাযথ মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা ছাড়া মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্ভব নয়। ইসলামী শরীআত এ কারণে সময় ব্যবস্থাপনাকে মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করেছে। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সময়, সময়ের গুরুত্ব, সময় ব্যবস্থাপনা, মানুষের উভয় জীবনে সফলতার জন্য সময় ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ও পদ্ধতি আলোচনার উদ্দেশ্যে থিসিসে লিখা শুরু করা হয়েছে।*

মানুষ সব সময় মহান আল্লাহর নিয়ামতরাজীতে ডুবে থাকে। তার মধ্যে অন্যতম একটি হলো মানুষের সময়। সময় ও জীবন আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠ দান। সময়ের ইতিবাচক ব্যবহারই জীবনের পরিপূর্ণ সফলতা নিহিত। সময়ের অপচয় ও অপব্যবহার জীবনের চরম ব্যর্থতার দিকে নিয়ে যায়। সময়ের যথাযথ ব্যবহার না করা বা অপব্যবহার করার জন্য জবাবদিহি করতে হবে আল্লাহর দরবারে।

ইসলাম অন্য সব কিছুর মতো সময় অপচয় করতে নিষেধ করে। যারা **সময়ের মূল্য** বুঝতে না পেরে তা অপচয় করে তাদের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (সা.)- এর সতর্ক বাণী হচ্ছে, 'দুটি নেয়ামত বা অনুগ্রহের ব্যাপারে বহু মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত : সুস্থতা ও অবসর। চলে যাওয়া সময় কখনো ফিরে আসে না

মানুষকে এমনিতে ছেড়ে দেওয়া হবে না। আসুন আলস্য, উদাসীনতা ও দুনিয়ার মোহ পরিহার করে সময়কে যথাযথ ব্যবহার করে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার সুধা পান করি। আল্লাহতায়ালা আমাদের মানবজীবনে প্রকৃত সফলতা ও চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করার তৌফিক দান করুক। আমিন।

ইসলামে সময়ের গুরুত্ব

মানবজাতির জন্য আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে সময়। মানবজীবনে সময়ের গুরুত্ব অপরিসীম। সময়ের গুরুত্ব বোঝাতে মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বয়ান পেশ করেছেন। একাধিক স্থানে তিনি রাত-দিন, দিন-রাতের কসম করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'শপথ রাতের যখন তা আচ্ছন্ন করে। শপথ দিনের যখন তা উদ্ভাসিত করে' (সূরা লাইল: ১-২)। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের অন্যত্র ইরশাদ করেন- 'শপথ ফজরের, শপথ ১০ রাতের' (সূরা ফাজর: ১-২)।

ইসলামের সব কর্মপদ্ধতিতে সময়ের মূল্য লক্ষণীয় পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- 'আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে পৃথিবীর কোনো জীবজন্তুই তাকে রেহাই দিতেন না কিন্তু তিনি নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদের অবকাশ দিয়ে থাকেন তারপর তাদের সময় পূর্ণ হলে তারা জানতে পারবে আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের প্রতি সম্যকদ্রষ্টা' (সূরা ফাতির-৪৫)। জীবনে সফলতা, নিজেদের লক্ষ্যপানে পৌঁছতে এবং পরকালে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর বিকল্প নেই। লক্ষ্যহীন মানুষ সময় অপচয় করে। যাদের জীবনের লক্ষ্য আছে তারা সময়কে কাজে লাগায়। মানব জীবনের সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সময়। তাই সময়ের যথাযথ মূল্যায়ন করা প্রতিটি মানুষের ওপর অপরিহার্য। যেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন- 'মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত কিন্তু তারা নয় যারা বিশ্বাস করে, সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্য ধারণ করে ধৈর্য ধারণে সহায়তা করে' (সূরা আছর : ১-৩)। ইসলামে সময়ের গুরুত্ব অপরিসীম। সময় ও জীবন এ দু'টি মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বান্দার জন্য এক বিশেষ নিয়ামত। সময়ের সমষ্টিই জীবন। বুদ্ধিমানের কাজ সময়কে কাজে লাগানো রাসূল সা:-কে প্রশ্ন করা হলো- হে আল্লাহর রাসূল! সৌভাগ্যবান কারা? জবাবে তিনি বললেন, 'সৌভাগ্যবান তো তারাই যারা দীর্ঘায়ু লাভ করেছে এবং নেক আমলে তার সময় অতিবাহিত করেছে।' আবার জিজ্ঞেস করা হলো- তাহলে দুর্ভাগ্যবান কারা? জবাবে রাসূল সা: বলেন, 'যারা অতিবাহিত করেছে অনর্থক সময় তারা।

⊖শরিয়তের হুকুম আহকামের মাঝে সময়ের গুরুত্ব

আল্লাহ মানবজাতিকে অসংখ্য-অগণিত নেয়ামত দান করেছেন, সেই নেয়ামতের অথৈ সাগরে আমরা ডুবে আছি। এই নেয়ামতের হিসাব করে কখনো শেষ করা যাবে না, বান্দা এই নেয়ামতের কতটুকু শুকরিয়া আদায় করে এ বিষয়টি চিন্তার বিষয়। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা আর-রহমানে অসংখ্যবার ইরশাদ করেছেন তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে অপর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামত গণনা কর. তবে গুনে শেষ করতে পারবে না (সূরা, ইব্রাহিম-৩৪) আল্লাহপাক আমাদের যে সমস্ত নেয়ামত দান করেছেন, তার মাঝে সময় হচ্ছে অন্যতম একটি নেয়ামত, এই নেয়ামতের গুরুত্ব অনেক বেশি।

পৃথিবীর শুরুর লগ্ন থেকেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, চন্দ্র, সূর্য, আকাশ, বাতাস, গ্রহ, নক্ষত্র, সব কিছুকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে পরিচালনা করে আসছেন। সূর্য প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে উদিত হয়, আবার নির্দিষ্ট সময়ে অস্ত যায়, আল্লাহ পবিত্র কোরআনের একাধিক জায়গায় দিবারাত্রির কসম খেয়েছেন। কোথাও দিনের কসম, কোথাও রাতের কসম, কোথাও সকালের, আবার কোথাও সময়ের কসম খেয়েছেন। যার দ্বারা সময়ের গুরুত্ব খুব সহজেই বোঝা যায়। এছাড়া শরিয়তের হুকুম আহকামের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ইসলামের প্রতিটি ইবাদতের জন্য আল্লাহ একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। হজ যেমন নির্দিষ্ট সময় পালন করার জন্য নির্ধারণ করেছেন, জাকাত নির্দিষ্ট পরিমাণ মাল হলে নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করার জন্য নির্ধারণ করেছেন, ফরজ নামাজের জন্যও একটি নিদিষ্ট সময় নিধারণ করেছেন

এভাবে শরিয়তের আরও অন্যান্য হুকুম-আহকামের মাঝে সময়ের মালা গাঁথা রয়েছে। নামাজের ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে, নিশ্চয়ই নামাজ মুসলমানদের ওপর ফরজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (সূরা নিসা-১০৩) হাদিস শরিফেও এ ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন আমল আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়? তিনি উত্তরে বললেন, যথাসময়ে আদায় কৃত নামাজ। (বুখারি, মুসলিম, তিরমিযি, নাসায়ী)।

আয়াত ও হাদিস দ্বারা বোঝা গেল যে সময়ের গুরুত্ব অপরিসীম, তাই সময়ের কদর করতে হবে, সময়কে মূল্যায়ন করতে হবে, সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হবে, হেলায় খেলায় সময়কে নষ্ট করা যাবে না। সময় এমন এক মূল্যবান সম্পদ ও এমন একটি রত্ম, যা একবার চলে গেলে আর কখনই ফিরে আসবে না। সময় হলো নদীর স্রোতের ন্যায়, নদীর স্রোত যেভাবে বয়ে চলে নিরবধি, যা একবার বয়ে চললে আর কখনো ফিরে আসে না, ঠিক সময়ও এরকম, যা একবার হারিয়ে গেলে আর ফিরে আসে না, ধন সম্পদ তো হারিয়ে গেলে তা আবার ফিরে পাওয়ার আশা থাকে, কিন্তু সময় যদি হারিয়ে যায় তা আর দ্বিতীয়বার ফিরে আসে না।

সুতরাং বুঝা গেল ধন-সম্পদ থেকেও সময় অতি মূল্যবান। এভাবেই সময় তার নিজ গতিতে চলতে থাকে, সব কিছু শুরু হয়, আবার শেষ হয়, রাত যায় দিন আসে, দিন যায় রাত আসে, শেষ হয়ে যায় সপ্তাহ, পক্ষ, মাস ও বছর।

সময়কে মূল্যায়ন করে যারা বড় হয়েছেন তাদের কয়েকটি ঘটনা নিম্নরূপ :

১. ইমাম আবু ইউসুফ রহ: যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত, তখনো তিনি ফিকহি একটি মাসআলা নিয়ে চিন্তারত ছিলেন।

২. হজরত দাউদ তায়ী রহ: রুটির পরিবর্তে ছাতু খেতেন, কারণ জিজ্ঞাসা করার পর তিনি বললেন, রুটির পরিবর্তে ছাতু খেলে ৫০ আয়াত বেশি তেলওয়াত করা যায়।

৩. বিখ্যাত নাহুবিদ খলিল ইবনে আহমাদ রহ: বলতেন, আমার কাছে সবচেয়ে অসহ্যকরঘ লাগে ওই সময়টুকু যখন আমি খাওয়া-দাওয়া করি। (সাফহাতুম মিন সাবরিল উলামা)।

এভাবে আরও অনেক অসংখ্য অগণিত আকাবিরগণ রয়েছেন যাদের কাছে সময়ের মূল্য ছিল অপরিসীম, যার কারণে তাঁরা হতে পেরেছেন যুগশ্রেষ্ঠ আলেমেদ্বীন। তারা যেভাবে সময়কে মূল্যায়ন করে বড় হতে পেরেছেন, হতে পেরেছেন বিশিষ্ট আলেম, যুগ শ্রেষ্ঠ বুজুর্গ ও আল্লাহর ওলি, আমরা চেষ্টা করলে আমাদের পক্ষেও তাই হওয়া সম্ভব। হাদিস শরিফে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, পাঁচটি জিনিসের আগে অপর পাঁচটি জিনিসকে গুরুত্ব দাও (১) বৃদ্ধ হওয়ার পূর্বে যৌবনকে (২) অসুস্থ হওয়ার আগে সুস্থকে (৩) দরিদ্র হওয়ার আগে স্বাবলম্বিতাকে (৪) ব্যস্ততার আগে অবসরতাকে (৫) মৃত্যুর আগে জীবনকে (ইবনে আবি শাইবা ৩৫৪৬০)

⬣সময় আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত

মানবজীবনে সময়ের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই মানব জাতির জীবন বিধান পবিত্র আল কুরআনে সময় অপচয় ও অনর্থক কাজে ব্যয় করার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'তারা কি ধারণা করে নিয়েছে তাদের অনর্থক সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের আমার দিকে ফিরে আসতে হবে না? (সূরা আল-মুমিনুন : ১১৫)।

ইসলামে মানুষের অনর্থক কাজে সময় ব্যয় করার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'কাজেই যখনই অবসর পাও ইবাদতের কঠোর শ্রমে লেগে যাও। এবং নিজের রবের প্রতি মনোযোগ দাও।' (সূরা ইনশিরাহ : ৭-৮)

। সুতরাং মানুষের জীবনে প্রতিটি মুহূর্ত অতীব দামি। প্রবাদ রয়েছে, 'সময় এবং নদীর স্রোত কারও জন্য অপেক্ষা করে না'। সময় নদীর স্রোতের মতো প্রবহমাণ। একই জলপ্রবাহে যেমন দুবার ডুব দেওয়া যায় না, তেমনি একই সময়কে দুবার পাওয়া যায় না।

পৃথিবীর কোনো শক্তিই সময়ের গতিশীলতাকে রোধ করতে পারে না। সময় কখনো থামতে জানে না, সে আপন গতিতে সদা চলমান। সময় কখনো ক্লান্ত হয় না, তাই তার বিশ্রামেরও প্রয়োজন হয় না। সময়ের গুরুত্ব বোঝাতে মহান আল্লাহতায়ালা পবিত্র আল কুরআনে সময়ের শপথ করে বলেন, 'সময়ের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।' (সূরা আসর-১-৩)। সময়ের যথাযথ ব্যবহার করা বুদ্ধিমানের কাজ।

একদা রাসূলুল্লাহ (সা.)কে প্রশ্ন করা হলো, সৌভাগ্যবান কারা? তিনি বললেন, সৌভাগ্যবান তারা, যারা দীর্ঘায়ু লাভ করেছে এবং তা নেক আমলের মাধ্যমে অতিবাহিত করেছে। অতঃপর আবার জিজ্ঞেস করা হলো, দুর্ভাগা কারা? তিনি বললেন, দুর্ভাগা তারা যারা দীর্ঘায়ু পেয়েছে এবং তা বদ আমলে কাটিয়েছে বা আমলবিহীন অতিবাহিত করেছে। (তিরমিজি-২৩২৯, মুসনাদে আহমাদ-১৭৭৩৪)।

পৃথিবীর সফল মানুষের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তারা সময়কে গুরুত্ব দিয়েছে, তাই আজ সফল। জীবনে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে চাইলে এবং পরকালে আল্লাহতায়ালার প্রিয় বান্দা হওয়ার জন্য সময়কে যথার্থভাবে কাজে লাগানো প্রয়োজন।

হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'রোজ হাশরে শেষ বিচারের দিনে প্রতিটি মানুষ পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছাড়া এক পা পর্যন্ত নড়তে পারবে না। প্রশ্নগুলো হলো- তার জীবনকাল কী লক্ষ্যে কাটিয়েছে? যৌবনকাল কী কাজে ব্যয় করেছে? কোন পথে আয় করেছে? কী কাজে ব্যয় করেছে? জ্ঞান অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করেছে কিনা?' (তিরমিজি ৪:৬১২/২৪১৬)। আজ আমরা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার পেছনে ছুটছি।

ভুলে গেছি একদিন আল্লাহতায়ালার দরবারে উপস্থিত হতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা বলেন, 'প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদিগকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে, যতক্ষণ না তোমরা সমাধিগুলো দেখতে পাও (তোমাদের মৃত্যু হয়)। এটি কখনো সংগত নয়! অচিরেই তোমরা জানতে পারবে।

আবারও বলি, এটি মোটেই সমীচীন নয়; তা তোমরা অনতিবিলম্বে জানতে পারবে। না, তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তোমরা মোহগ্রস্ত হতে না। তোমরা (সময়ের প্রতি উদাসীন কর্মে অবহেলাকারীরা) অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে (তাতে প্রবেশ করবে)। পুনশ্চ! অবশ্যই অতি অবশ্যই তোমরা জাহান্নাম চাক্ষুষ দেখে (তাতে প্রবেশ করে তার শাস্তি ভোগ করে) প্রত্যয় লাভ করবে। অতঃপর অবশ্যই সেদিন তোমাদিগকে প্রদত্ত সব নিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।' (সূরা ১০২ তাকাছুর, আয়াত : ১-৮)।

সময়কে কাজে লাগানোর অন্যতম উপায় হলো লক্ষ্য স্থির করা। লক্ষ্যহীন মানুষ সময়ের অপচয় করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমরা পাঁচটি জিনিসকে তার বিপরীত পাঁচটি জিনিসের পূর্বে মূল্যায়ন কর ও তার সদ্ব্যবহার কর। তোমার যৌবনকে বার্ধক্যের আগে, সুস্থতাকে অসুস্থতার আগে, সচ্ছলতাকে দারিদ্র্যের আগে, অবসরকে ব্যস্ততার আগে, জীবনকে মৃত্যুর আগে।' (বায়হাকি-১০২৪৮, মুসনাদে হাকিম-৭৮৪৬)।

নয়তো এ সময়ের জন্য আফসোস করতে হবে। কারণ উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত কাজটি করতে না পারলে, অসময়ে শত চেষ্টার পরও তা করা সম্ভব হবে না। আল্লাহতায়ালা বলেন, '(হে রাসূল) যদি তুমি দেখতে! অপরাধীরা যখন তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে মাথা নত করে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা দেখলাম ও শুনলাম এখন তুমি আমাদের পুনরায় (পৃথিবীতে) পাঠিয়ে দাও, আমরা সৎকাজ করব। নিশ্চয়ই আমরা (এখন) দৃঢ় বিশ্বাসী (সূরা আস সাজদাহ : ১২)।

তাই এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় যতটুকু সময় পাওয়া যায় আল্লাহর পথে ব্যয় করা উচিত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা বলেন, 'হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত

হতাম। প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন।' (সূরা মুনাফিকুন : ১০-১১)।মানবজাতির জন্য আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে সময়। মানবজীবনে সময়ের গুরুত্ব অপরিসীম। সময়ের গুরুত্ব বোঝাতে মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বয়ান পেশ করেছেন। একাধিক স্থানে তিনি রাত-দিন, দিন-রাতের কসম করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'শপথ রাতের যখন তা আচ্ছন্ন করে। শপথ দিনের যখন তা উদ্ভাসিত করে' (সূরা লাইল: ১-২)। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের অন্যত্র ইরশাদ করেন- 'শপথ ফজরের, শপথ ১০ রাতের' (সূরা ফাজর: ১-২)।

ইসলামের সব কর্মপদ্ধতিতে সময়ের মূল্য লক্ষণীয় পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- 'আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে পৃথিবীর কোনো জীবজন্তুই তাকে রেহাই দিতেন না কিন্তু তিনি নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদের অবকাশ দিয়ে থাকেন তারপর তাদের সময় পূর্ণ হলে তারা জানতে পারবে আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের প্রতি সম্যকদ্রষ্টা' (সূরা ফাতির-৪৫)। জীবনে সফলতা, নিজেদের লক্ষ্যপানে পৌঁছতে এবং পরকালে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর বিকল্প নেই। লক্ষ্যহীন মানুষ সময় অপচয় করে। যাদের জীবনের লক্ষ্য আছে তারা সময়কে কাজে লাগায়। মানব জীবনের সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সময়। তাই সময়ের যথাযথ মূল্যায়ন করা প্রতিটি মানুষের ওপর অপরিহার্য। যেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন- 'মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত কিন্তু তারা নয় যারা বিশ্বাস করে, সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্য ধারণ করে ধৈর্য ধারণে সহায়তা করে' (সূরা আছর : ১-৩)। ইসলামে সময়ের গুরুত্ব অপরিসীম। সময় ও জীবন এ দু'টি মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বান্দার জন্য এক বিশেষ নিয়ামত। সময়ের সমষ্টিই জীবন। বুদ্ধিমানের কাজ সময়কে কাজে লাগানো রাসূল সা:-কে প্রশ্ন করা হলো- হে আল্লাহর রাসূল! সৌভাগ্যবান কারা? জবাবে তিনি বললেন, 'সৌভাগ্যবান তো তারাই যারা দীর্ঘায়ু লাভ করেছে এবং নেক আমলে তার সময় অতিবাহিত করেছে।' আবার জিজ্ঞেস করা হলো- তাহলে দুর্ভাগ্যবান কারা? জবাবে রাসূল সা: বলেন, 'যারা অতিবাহিত করেছে অনর্থক সময় তারা।

অপচয়ের ব্যাপারে ইসলাম কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। পবিত্র কুরআনে সময়ের অপচয় ও অনর্থক কাজে সময় নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। যেমন ওই সূরা মুমিনে

ইরশাদ হয়েছে- আল্লাহ তায়ালা বলেন- ‘তারা কি ধারণা করে নিয়েছে তাদের অনর্থক সৃষ্টি করা হয়েছে, তাদেরকে আমার দিকে ফিরে আসতে হবে না?’ অন্যত্র আরো বলা হয়েছে- ‘যখনই অবসর পাও ইবাদতের কঠোর শ্রমে লেগে যাও এবং সে রবের প্রতি মনোযোগ দাও’ (সূরা ইনশিরাহ : ৭-৮) রাসূল সা:- সময়কে কেমন মূল্য দিতেন তা তার ইবাদত ও আমল থেকে বোঝা যায়।

ইসলামে সময়ের গুরুত্ব অধিক। কারণ ইসলাম প্রতিটি কাজের জন্যই রয়েছে নির্ধারিত সময়সীমা। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- ‘নিশ্চয়ই নামাজ মুসলমানদের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফরজ করা হয়েছে’ (সূরা নিসা-১০৩)। পৃথিবীতে যারা সময়কে যত বেশি মূল্যায়ন করেছেন তারা তত বড় হয়েছেন। পৃথিবীর কোনো শক্তিই সময় ও নদীর স্রোতকে রোধ করতে পারে না। সময়ও নদীর স্রোতের মতোই প্রবহমান। পৃথিবীতে যারা অহেতুক সময় নষ্ট করে তারা কাল হাশরে এর জন্য কঠিন আফসোস করবে যেমন- ইরশাদ হচ্ছে, ‘হে রাসূল যদি তুমি দেখতে অপরাধীরা যখন তাদের প্রতিপালকের সামনে মাথা নত করে বলবে হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা দেখলাম ও শুনলাম এখন তুমি আমাদের পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ করো আমরা সৎ কাজ করব নিশ্চয়ই আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী’ (সূরা সাজদাহ-১২)।

সময়ের অপচয় জীবনে ব্যর্থতা ডেকে আনে। রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, ‘তোমরা পাঁচটি জিনিসকে তার বিপরীত পাঁচটি জিনিসের পূর্বে মূল্যায়ন করবে ও সদ্ব্যবহার করবে। প্রথমত তোমার যৌবনকে বার্ধক্যে আসার আগে, সুস্থতাকে অসুস্থতার আগে, সচ্ছলতাকে দরিদ্রতার আগে, অবসরকে ব্যস্ততার আগে এবং জীবনকে মৃত্যুর আগে’ (বায়হাকি-১০২৪৮)।

ইসলামে সময়কে কেন এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে

সময় আল্লাহর দান। সময়ের সমষ্টিই জীবন। মানবজীবনে সময়ের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি, তাই সময়ের মূল্যায়ন করা অপরিহার্য। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘মহাকালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তারা নয়; যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্য ধারণে সহায়তা করে।’ (সুরা আসর, আয়াত: ১-৩)।

সময়ের হিসাবের নিমিত্তে আল্লাহ তাআলা চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টি করেছেন। কোরআনের বর্ণনা, 'তিনিই সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন এবং তাদের মনজিল নির্দিষ্ট করেছেন, যাতে তোমরা বছর গণনা ও সময়ের হিসাব জানতে পারো। আল্লাহ এসব নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এসব নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেন।' (সুরা: ১০ ইউনুস, আয়াত: ৫)। 'আর সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, ইহা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। এবং চন্দ্রের জন্য আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মনজিল; অবশেষে সেটি শুষ্ক বক্র পুরোনো খর্জুর শাখার আকার ধারণ করে।' (সুরা: ৩৬ ইয়াসিন, আয়াত: ৩৮-৩৯)। 'নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী-পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহর বিধানে আল্লাহর নিকট মাস গণনায় মাস ১২টি।' (সুরা: ৯ তাওবা, আয়াত: ৩৬)।

নতুন বছর মানে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হওয়া। আবার জীবনের নির্ধারিত আয়ু থেকে একটি বছর চলে যাওয়াও। অকল্যাণের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে কল্যাণের পথে ধাবিত হওয়ার শুভ যাত্রা শুরু করা। তাই নতুন বছর এলে পড়া হয়, 'ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুবি ওয়াল আবছার, ইয়া মুদাব্বিরাল্লাইলি ওয়ান্নাহার; ইয়া মুহাওয়িলাল হাওলি ওয়াল আহওয়াল, হাওয়িল হালানা ইলা আহ্ছানিল হাল।' অর্থাৎ 'হে অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ পরিবর্তনকারী! হে রাত ও দিনের আবর্তনকারী! হে সময় ও অবস্থা বিবর্তনকারী! আমাদের অবস্থা ভালোর দিকে উন্নীত করুন।' (আন নাহজুল বালাগা)

নতুন মাস দিয়ে শুরু হয় নতুন বছর। নতুন মাসে সময়ের মালিকের কাছে এ আবেদন, 'আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু আলাইনা বিল আমনি ওয়াল ইমান, ওয়াছ ছালামাতিয়াল ইসলাম; রব্বি ওয়া রব্বুকাল্লাহ; হিলালু রুশদিন ওয়া খায়র।' অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আপনি এই মাসকে আমাদের জন্য নিরাপত্তা, ইমান, প্রশান্তি ও ইসলামসহযোগে আনয়ন করুন; আমার ও তোমার প্রভু আল্লাহ। এ মাস সুপথ ও কল্যাণের।' (তিরমিজি, হাদিস: ৩৪৫১, মুসনাদে আহমাদ, হাদিস: ১৪০০)।

অতীতের পাপরাশির জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা ও ভবিষ্যতে পাপকাজ না করার অঙ্গীকার করা হোক নতুন বছরের প্রত্যাশা। কোরআনে আল্লাহর ঘোষণা, 'আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত করা ছাড়া অন্য কোনো কারণে সৃষ্টি করিনি।' (সুরা

জারিয়াত: ৫১-৫৬)। এ ঘোষণা মাথায় রেখে আমাদের জীবন পরিচালিত করতে হবে। মনে রাখতে হবে আনন্দ-উৎসবে আল্লাহর অবাধ্যতা বাঞ্ছনীয় নয়, বরং আল্লাহর আদেশ পালনের মাধ্যমেই মুসলিমের আনন্দ নিহিত। মুসলিম জীবনের প্রতিটি কাজে থাকবে তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধ, তাদের ইমান, আখিরাতের প্রতি অবিচল বিশ্বাস, আল্লাহর প্রতি ভয় ও ভালোবাসা।

নববর্ষ হলো সময়ের একটি অংশ থেকে অন্য অংশে পদার্পণ। এটি হলো নিজেকে পরিবর্তন ও উন্নয়নের একটি সুযোগ। এ সময় উচিত জীবনের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া করা, হায়াতের জন্য দোয়া করা। অতীতের গুনাহ ও ভুলের জন্য তওবা–ইস্তিগফার বা ক্ষমাপ্রার্থনা করা। কারও জান, মাল ও ইজ্জতের ক্ষতি করে থাকলে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া ও সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া এবং ভবিষ্যতে নেক আমলের সংকল্প করা। ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর দাদা তাঁর পিতা ছাবিত (র.)-কে পারস্যের নওরোজের দিনে হজরত আলী (রা.)-এর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং আলী (রা.)-কে কিছু হাদিয়া পেশ করেছিলেন। হাদিয়াটি ছিল নওরোজ উপলক্ষে। তখন আলী (রা.) বললেন, ‘নওরোজুনা কুল্লা ইয়াওম।’ অর্থাৎ ‘মুমিনের নওরোজ প্রতিদিনই।’ মুমিন প্রতিদিনই তার আমলের হিসাব-নিকাশ করবে এবং নব উদ্যমে আখিরাতের পাথেয় সঞ্চয় করবে। (আখবারু আবি হানিফা র.)

সময় নিয়ে পবিত্র কোরআনে যা বলা হয়েছে।

সময়ের গুরুত্ব অপরিসীম। জীবন থেকে যে সময় চলে যায় সেই সময় আর ফিরে আসে না। তাই প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগিয়ে জ্ঞানের উচ্চতর স্থানে যেমন যাওয়া যায়, আবার সময়ের সদ্ব্যবহার না করলে দুর্ভোগও পোহাতে হয়। পবিত্র কোরআনের অনেক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সময় সম্পর্কে বলেছেন। প্রতিটি মানুষকে সময় ও সুযোগ যেমন দিয়েছেন তেমননি এই সময়ের হিসাবও আল্লাহ তায়ালা নিবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

মানব জাতির জীবন পরিচালনার আদর্শ গাইডলাইন পবিত্র আল-কোরআনে সময় অপচয় ও অনর্থক কাজে ব্যয় করার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। এমনকি

আল্লাহ্ তায়ালা সময় বোঝানোর জন্য কোরআনে অনেক প্রতিশব্দ ব্যবহার করে এর প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। এবার সময় সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা কী বলেছেন তা জেনে নেই...

সূরা ইউনুসের ৫নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'মহামহিম আল্লাহ সূর্যকে তৈরি করেছেন বিচ্ছুরিত আলোর উৎসরূপে আর চাঁদকে করেছেন জ্যোতির্ময় (সে আলোর প্রতিফলন)। তিনি চাঁদের কক্ষপথ ও কলাকাল নির্দিষ্ট করেছেন, যাতে তোমরা বছর দিন ও সময়ের হিসাব নির্ণয় করতে পারো। আল্লাহ এসব অনর্থক সৃষ্টি করেননি। জ্ঞানীদের জন্যে তিনি তাঁর বাণী বিশদভাবে বয়ান করেন।'

আল্লাহ তায়ালা সূরা ইউনুসের ১১নং আয়াতে বলেন, 'পার্থিব ভালো জিনিস পাওয়ার জন্যে মানুষ যেভাবে তাড়াহুড়ো করে, আল্লাহ যদি মানুষের পাপের শাস্তিদানে সে-রকম হাড়াহুড়ো করতেন, তবে সহসাই তারা শেষ হয়ে যেত। তাই যারা বিশ্বাস করে না যে, পরকালে আমার সামন হাজির হতে হবে, তাদেরও আমি কিছু সময়ের জন্যে ছেড়ে দিয়ে রেখেছি, অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘনের মধ্যে উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরপাক খাওয়ার জন্যে।

সূরা হজের ৫নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আমি যে শুক্রাণুকেই ইচ্ছা করি, নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত জরায়ুতে স্থিতিশীল রাখি। তারপর শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ করি। তারপর কালক্রমে পরিণত বয়সে উপনীত করি। যৌবন আসার আগেই কারো কারো মৃত্যু হয়, আবার কাউকে কাউকে নিষ্কর্ম বয়স পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখা হয়।'

সূরা কলমের ৪৪নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে নবী! যারা আমার সত্যবাণীকে প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের বিষয়টি আমার হাতে ছেড়ে দাও। আমি একে একে এমনভাবে ওদের শক্তি ক্ষয় করে দেবো যে, ওরা বুঝতেও পারবে না। যদিও আমি সময় ও সুযোগ দিয়ে থাকি, কিন্তু আমার সূক্ষ্ম কৌশল অত্যন্ত কার্যকর।'

সূরা মুজাম্মিলের ২-৪নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ' তুমি রাতে প্রার্থনার জন্যে দাঁড়াও, রাতের অর্ধেক বা তার চেয়ে কিছু কম বা কিছু বেশি সময় নিয়ে। তুমি সে সময় কোরআন তেলাওয়াত করো শান্তভাবে, সুস্পষ্ট উচ্চারণে, অর্থের প্রতি মনোযোগী হয়ে।'

সূরা ইনশিরাহর ৭-৮নং আয়াতে মহান রাব্বুল আলামীন বলেছেন, 'তুমি দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করো আর যখনই সময় পাও প্রতিপালকের কাছে একান্তভাবে নিমগ্ন হও।'

সূরা-আরাফের ১৩১নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'যখন ভালো সময় আসত, তখন ওরা বলত 'এটাই আমাদের প্রাপ্য।' আর যখন খারাপ সময় আসত তখন মুসা ও তার সঙ্গীদেরকে ওরা এ দুর্ভাগ্যের কারণ মনে করত। কিন্তু ওদের দুর্ভাগ্য যে আল্লাহ (প্রণীত নিয়মে) নির্ধারিত ছিল, সে বিষয়ে ওদের কোনো বোধোদয়ই হয়নি।'
আমাদের প্রিয় মহানবী হযরত মুহম্মাদ (সা:) নিজে সময়কে গুরুত্ব দিতেন এবং তাঁর উম্মতদেরকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে তাকিদ দিয়েছেন। প্রতিটি মানুষকে সময়ের হিসাব কিয়ামতের দিন দিতে হবে বলে তিনি সর্তক করে দিয়েছেন। রাসূল (সা.) বলেছেন: কিয়ামতের দিন কোন বান্দা চারটি প্রশ্নের উত্তর না দেয়া পর্যন্ত সামনে যেতে পারবে না।
সেই চারটি প্রশ্ন হলো- সে তার জীবনকাল কোন কাজে ব্যয় করেছে, তার যৌবনকাল কোথায় ব্যয় করেছে, তার সম্পদ কোথা থেকে আয় করে কোথায় ব্যয় করেছে এবং তার অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী সে আমল করেছে কি না। এই চারটি বিষয়ই সময়ের সাথে সম্পর্ক

ইসলামে সময়ের সদ্ব্যবহার

মানুষের শ্রেষ্ঠ মূলধন হলো তার জীবনের মহামূল্যবান সময়। যে ব্যক্তি এ মূলধন যত ভালো কাজে বিনিয়োগ করতে পারবে সে তত বেশি লাভবান হবে। পক্ষান্তরে যদি খারাপ কোনো কাজে এ মূলধন অপব্যয় করা হয় তাহলে চরম ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। আমরা অনেকেই মনে করি যে, আল্লাহতায়ালা তার লীলাখেলার জন্যই আমাদেরকেসহ এ গোটা বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন। তাই 'খাও দাও ফুর্তি করো, দুনিয়াটা মস্ত বড়' স্লোগান তুলে মন যা চায় তাই করার দাবি করি। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আল্লাহতায়ালা এব্যাপারে বলেন, 'আকাশ, পৃথিবী এবং এদুয়ের মধ্যে যা আছে, তা আমি খেল-তামাশার জন্য সৃষ্টি করিনি। আমি যদি খেলার উপকরণ সৃষ্টি করতে চাইতাম, তবে আমি আমার কাছে যা আছে তা দ্বারাই তা করতাম, যদি আমাকে করতে হত।' (সুরা আম্বিয়া, আয়াত-১৬, ১৭) মানুষের জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষের কাজ-কর্মের পরীক্ষা নেওয়া। আল্লাহতায়ালা এ ব্যাপারে বলেন, 'যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন, কে

তোমাদের মধ্যে কাজ-কর্মে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।’ (সুরা মুলক, আয়াত-২)

ইসলাম মানুষকে সময়ের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের ব্যাপারে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছে। অনর্থকভাবে সময় অপচয় করার ব্যাপারে কোরআন-হাদিসে বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে। অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা সফলকাম মুমিনের অন্যতম গুণ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহতায়ালা বলেন, ‘মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে। যারা তাদের নামাজে বিনয়ী। আর যারা অনর্থক বিষয় থেকে বিমুখ।’ (সুরা মুমিনুন, আয়াত : ১-৩) যারা এ দুনিয়াতে ভোগবিলাসে মশগুল হয়ে নেক আমল থেকে বিমুখ হবে তাদের আফসোসের কোনো সীমা থাকবে না। আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলেন, ‘সে বলবে, হায়! এ জীবনের জন্যে আমি যদি কিছু (নেকী) আগে পাঠিয়ে দিতাম!’ (সুরা ফাজর, আয়াত-২৪)

মানুষের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের জন্য আল্লাহতায়ালার কাছে একদিন জবাবদিহি করতে হবে। তার সব আমল আল্লাহতায়ালার নির্ধারিত ফেরেশতাগণ লিখিতভাবে সংরক্ষণ করছেন। এ ব্যাপারে বলা হয়েছে, ‘অবশ্যই তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক (ফেরেশতা) নিযুক্ত আছে। সম্মানিত আমল লেখকবৃন্দ। তারা জানে যা তোমরা কর।’ (সুরা ইনফিতার, আয়াত : ১০-১২) এমনকী মানুষের প্রতিটি কথাবার্তাই সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে বলা হয়েছে, ‘সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদাপ্রস্তুত প্রহরী (ফেরেশতা) রয়েছে।’ (সুরা কাফ, আয়াত-১৮) কিয়ামতের দিন তার এ লিখিত আমলনামা দিয়ে বলা হবে, ‘পাঠ করো তুমি তোমার আমলনামা। আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য তুমিই যথেষ্ট।’ (সুরা ইসরা, আয়াত-১৪) আমলনামায় ছোট বড় কোনো নেকী ও গোনাহ হতেই খালি হবে না। তখন অপরাধীরা তাদের সব গোনাহ দেখে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আফসোস করতে থাকবে। এ সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা বলেন, ‘আর আমলনামা সামনে রাখা হবে। তাতে যা আছে; তার কারণে আপনি অপরাধীদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত দেখবেন। তারা বলবে, হায় আফসোস, এ কেমন আমলনামা। এ যে ছোট-বড় কোনো কিছুই বাদ দেয়নি। সবই এতে রয়েছে। তারা তাদের কৃতকর্মকে সামনে উপস্থিত পাবে। আপনার পালনকর্তা কারো প্রতি জুলুম করবেন না।’ (সুরা কাহাফ, আয়াত-৪৯)

এ দুনিয়াতে কেউ সামান্যতম কোনো নেক আমল করলেও তার পুরস্কার দেওয়া হবে। সুতরাং কোনো নেক আমলকে ছোট মনে করে অবহেলা করা উচিত নয়। আল্লাহতায়ালা

নিজ রহমতে ছোট কোনো নেক আমলের বদৌলতেও যে কাউকে নাজাত দান করতে পারেন। পক্ষান্তরে কেউ সামান্যতম কোন পাপ কাজ করলেও তার জন্য শাস্তি পেতে হবে। তাই কোনো পাপকে ছোট মনে করে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। ছোট পাপের মাধ্যমে অনেক মানুষ বড় পাপের দিকে ধাবিত হয়। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে। আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎ কর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।' (সুরা যিলযাল, আয়াত- ৭, ৮)

কথায় আছে অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। শয়তান মানুষের অবসর সময়কে বিভিন্ন অনর্থক কাজে কাটানোর কুপ্ররোচনা দিয়ে তাকে প্রতারিত করে। অবসর সময়ের সদ্ব্যবহারের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষই শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচতে পারে না। এ সম্পর্কে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'এমন দুটি নিয়ামত আছে, যে দুটোতে অধিকাংশ মানুষ প্রবঞ্চিত। তা হচ্ছে, সুস্থতা আর অবসর।' (সহিহ বুখারি, হাদিস নং-৬৪১২)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সময়ের সদ্ব্যবহারের প্রতিটি সুযোগ কাজে লাগানোর ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে আরেকটি হাদিসে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক লোককে উপদেশস্বরূপ বলেছেন, 'পাঁচটি জিনিস আসার আগেই পাঁচটি জিনিসের সদ্ব্যবহার কর। ১. বার্ধক্য আসার আগে যৌবনকালকে, ২. অসুস্থতা আসার আগে সুস্থতাকে, ৩. দারিদ্র্য অবস্থা আসার আগে সচ্ছলতাকে,৪.ব্যস্ততা আসার আগে অবসরকে এবং ৫. মৃত্যু আসার আগে জীবনকে।' (বায়হাকী, হাদিস নং-৯৭৬৭)

ইসলাম মানুষকে বৈধ ও উপকারী কাজে সময় ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছে। মানুষ সাধারণত চার ধরনের কাজ করে। প্রথম প্রকার কাজ হচ্ছে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতেই লাভজনক কিংবা কোনো এক জগতের জন্য লাভজনক হলেও অন্য জগতের জন্য ক্ষতিকর নয়। যেমন নেক নিয়তে হালাল উপায়ে জীবিকা উপার্জন করা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের জন্যই লাভজনক। কিংবা কোনো বৈধ কাজ করা যা দুনিয়াতে লাভজনক হলেও আখিরাতের জন্য ক্ষতিকর নয়। অথবা আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করা যা আখিরাতের জন্য লাভজনক হলেও দুনিয়ার জন্য ক্ষতিকর নয়। এ ধরনের কাজে সময় লাগানোর প্রতি ইসলাম সবাইকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকার কাজ হচ্ছে, আখিরাতের জন্য লাভজনক কিন্তু দুনিয়ার জন্য ক্ষতিকর। সাময়িকভাবে দুনিয়ার কাজের ক্ষতি করে হলেও আখিরাতের কাজ করার ব্যাপারে

ইসলামে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু স্থায়ীভাবে দুনিয়ার সব কাজ পরিত্যাগ করে বৈরাগ্যবাদ অবলম্বন করতে ইসলাম নিরুৎসাহিত করেছে। যেমন সাময়িকভাবে দুনিয়াবি কাজকর্মের ব্যস্ততা ছেড়ে জামায়াতে নামাজ আদায় ইসলামে উৎসাহিত করা হয়েছে। কিন্তু বিয়ে না করে ইবাদতের জন্য বৈরাগ্যজীবন অবলম্বনের ব্যাপারে ইসলাম নিরুৎসাহিত করেছে। এ ব্যাপারে হজরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, 'তিনজনের একটি দল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের বাড়িতে আসল। যখন তাদেরকে এ সম্পর্কে জানানো হলো, তখন তারা ইবাদতের পরিমাণ কম মনে করল এবং বলল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে আমাদের তুলনা হতে পারে না। কারণ, তার আগের ও পরের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। এমন সময় তাদের মধ্য হতে একজন বলল, আমি সারা জীবন রাতভর সালাত আদায় করতে থাকব। অপর একজন বলল, আমি সবসময় সাওম পালন করব এবং কখনো বাদ দেব না। অপরজন বলল, আমি নারী সংসর্গ ত্যাগ করব, কখনো বিয়ে করব না। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নিকট এলেন এবং বললেন, 'তোমরা কি ওই সব লোক যারা এমন এমন কথাবার্তা বলেছ? আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশি ভয় করি এবং তোমাদের চেয়ে তাঁর প্রতি বেশি অনুগত। অথচ আমি সওম পালন করি, আবার তা থেকে বিরতও থাকি। সালাত আদায় করি এবং নিদ্রা যাই ও মেয়েদেরকে বিয়েও করি। সুতরাং যারা আমার সুন্নাতের প্রতি বিরাগ পোষণ করবে, তারা আমার দলভুক্ত নয়।' (সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ৫০৬৩)

তৃতীয় প্রকার কাজ হচ্ছে দুনিয়ার জন্য লাভজনক কিন্তু আখিরাতের জন্য ক্ষতিকর। যেমন অবৈধ উপায়ে উপার্জন করা দুনিয়ার দৃষ্টিতে লাভজনক হলেও আখিরাতে এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হবে। চতুর্থ প্রকার কাজ হচ্ছে দুনিয়া ও আখিরাত কোনো জগতের জন্যই লাভজনক নয় বরং ক্ষতিকর। যেমন অনর্থক ও ক্ষতিকর কাজে সময় নষ্ট করা। ইসলাম এ দুই প্রকার কাজে এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করার ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞারোপ করেছে এবং এর ভয়াবহ পরিণতির ব্যাপারে সতর্ক করেছে।মানবজীবনে সময়ের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই মানবজাতির জীবন বিধান পবিত্র কোরআনে সময় অপচয় ও অনর্থক কাজে ব্যয়ের বিষয়ে নিরুৎসাহিত করা হয়েছ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা বলেন, 'তারা কী ধারণা করে নিয়েছে তাদের অনর্থক সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের আমার দিকে ফিরে আসতে হবে না?' সুরা আল মুমিনুন : ১১৫

একমাত্র আল্লাহতায়ালার ইবাদতের জন্য মানবজাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং কোনোভাবেই মানুষের অনর্থক কাজে সময় ব্যয়ের সুযোগ নেই। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'কাজেই যখনই অবসর পাও ইবাদতের কঠোর শ্রমে লেগে যাও এবং নিজের রবের প্রতি মনোযোগ দাও।' সুরা ইনশিরাহ : ৭-৮

সুতরাং মানুষের জীবনে প্রতিটি মুহূর্ত অতীব দামি। প্রবাদে আছে, 'সময় এবং নদীর স্রোত কারও জন্য অপেক্ষা করে না।' সময় নদীর স্রোতের মতো প্রবহমান। একই জলপ্রবাহে যেমন দুবার ডুব দেওয়া যায় না, তেমনি একই সময়কে দুবার পাওয়া যায় না। পৃথিবীর কোনো শক্তিই সময়ের গতিশীলতাকে রোধ করতে পারে না। সময় কখনো থামতে জানে না, সে আপন গতিতে সদা চলমান। সময় কখনো ক্লান্ত হয় না, তাই তার বিশ্রামেরও প্রয়োজন হয় না।

সময়ের গুরুত্ব বোঝাতে আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে সময়ের শপথ করে বলেন, 'সময়ের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।' সুরা আসর : ১-৩

সময়ের যথাযথ ব্যবহার বুদ্ধিমানের কাজ। একদা হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) কে প্রশ্ন করা হলো, সৌভাগ্যবান কারা? তিনি বললেন, সৌভাগ্যবান তারা, যারা দীর্ঘায়ু লাভ করেছে এবং তা নেক আমলের মাধ্যমে অতিবাহিত করেছে। অতঃপর আবার জিজ্ঞেস করা হলো, দুর্ভাগা কারা? তিনি বললেন, দুর্ভাগা তারা যারা দীর্ঘায়ু পেয়েছে এবং তা আমলবিহীন অতিবাহিত করেছে। সুনানে তিরমিজি : ২৩২৯

পৃথিবীর সফল মানুষের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তারা সময়কে গুরুত্ব দিয়েছে, তাই আজ সফল। জীবনে নির্দিষ্ট লক্ষ্য পৌঁছাতে চাইলে এবং পরকালে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়ার জন্য সময়কে যথার্থভাবে কাজে লাগানো প্রয়োজন। হাদিসে হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'রোজ হাশরে শেষ বিচারের দিনে প্রতিটি মানুষ পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছাড়া এক পা পর্যন্ত নড়তে পারবে না। প্রশ্নগুলো হলো, তার জীবনকাল কী লক্ষ্যে কাটিয়েছে? যৌবনকাল কী কাজে ব্যয় করেছে? কোন পথে আয় করেছে? কী কাজে ব্যয় করেছে? জ্ঞান অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করেছে কি না?' সুনানে তিরমিজি : ৬১২

সময়কে কাজে লাগানোর অন্যতম উপায় হলো লক্ষ্য স্থির করা। লক্ষ্যহীন মানুষ সময়ের অপচয় করে। হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমরা পাঁচটি জিনিসকে তার

বিপরীত পাঁচটি জিনিসের পূর্বে মূল্যায়ন করো ও তার সদ্ব্যবহার করো। তোমার যৌবনকে বার্ধক্যের পূর্বে, সুস্থতাকে অসুস্থতার পূর্বে, সচ্ছলতাকে দারিদ্র্যের পূর্বে, অবসরকে ব্যস্ততার পূর্বে, জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে।' বায়হাকি : ১০২৪৮

নয়তো এ সময়ের জন্য আফসোস করতে হবে। কারণ উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত কাজটি করতে না পারলে, অসময়ে শত চেষ্টার পরও তা করা সম্ভব হবে না। আল্লাহতায়ালা বলেন, '(হে রাসুল) যদি তুমি দেখতে! অপরাধীরা যখন তাদের প্রতিপালকের সামনে মাথা নত করে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা দেখলাম ও শুনলাম এখন তুমি আমাদের পুনরায় (পৃথিবীতে) পাঠিয়ে দাও, আমরা সৎকাজ করব। নিশ্চয়ই আমরা (এখন) দৃঢ় বিশ্বাসী।' সুরা আস সাজদা : ১২

তাই এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় যতটুকু সময় পাওয়া যায়, আল্লাহর পথে ব্যয় করা উচিত। কারণ এ জন্য পরে আফসোস করতে হবে পরকালে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা বলেন, 'হে আমার পালনকর্তা! আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা করো, আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন।' সুরা মুনাফিকুন : ১০-১১ আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে সঠিক কাজে সময়ের সদ্ব্যবহার করার তাওফিক দান করুন। আমিন!

আল্লাহ তা'য়ালার সব নেয়ামতের মধ্যে অন্যতম নিয়ামত হলো সময়

আল্লাহতায়ালা আমাদের যে সব নেয়ামত দান করেছেন, তার মধ্যে সময় অন্যতম। এ নেয়ামতের গুরুত্ব অনেক বেশি। পৃথিবীর শুরু থেকেই রাব্বুল আলামিন চাঁদ-সূর্য, আকাশ-বাতাস, গ্রহ-নক্ষত্র সবকিছুকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে পরিচালনা করে আসছেন। সূর্য প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে উদিত হয়, আবার নির্দিষ্ট সময়ে অস্ত যায়। যার দ্বারা সময়ের গুরুত্ব খুব সহজেই বোঝা যায়। এ ছাড়া শরিয়তের বিধিবিধানের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ইসলামের প্রতিটি ইবাদতের জন্য আল্লাহতায়ালা একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। হজ নির্দিষ্ট সময় পালন করার জন্য নির্ধারণ করেছেন, জাকাত নির্দিষ্ট পরিমাণ মাল হলে নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করার জন্য নির্ধারণ করেছেন, ফরজ নামাজের জন্যও একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহতায়ালা বলেন,

'নিশ্চয় নামাজ মুসলমানদের ওপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরজ।' (সুরা নিসা : ১০৩)। এভাবে শরিয়তের অন্যান্য আহকামের মাঝেও সময়ের মালা গাঁথা রয়েছে।

আল কোরআনে সময়ের গুরুত্ব : আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনের একাধিক জায়গায় দিনরাতের কসম করেছেন। রাতদিনের কসম করে বলেছেন, 'শপথ রাতের, যখন তা আচ্ছন্ন করে। শপথ দিনের, যখন তা উদ্ভাসিত করে।' (সুরা আল লাইল : ১-২)। এখানে রাতদিনের কসমে বান্দাদের কল্যাণের চিন্তা ও গবেষণার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। ফজর ও ১০ রাতের কসম করে আল্লাহতায়ালা বলেছেন, 'শপথ ফজরের, শপথ ১০ রাতের।' (সুরা ফজর : ১-২)। অন্য আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেন, 'শপথ সকাল ও পূর্বাহ্ণের; শপথ রাতের, যখন তা গভীর হয়।' (সুরা দোহা : ১-২)। সময়ের কসম করে আল্লাহতায়ালা বলেন, 'সময়ের শপথ, নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মাঝে নিমজ্জিত।' (সুরা আসর : ১-২)। এসব আয়াত দ্বারা সময়ের প্রতি অপরিসীম গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

নবীজীবনে সময়ের মূল্যায়ন : রাসুল (সা.) কী পরিমাণ সময়ের মূল্য দিতেন, তা তার ইবাদত ও আমল থেকে বোঝা যায়। তিনি প্রতিদিন সকালে দোয়া করতেন, 'হে আল্লাহ! আজ দিনের প্রথম অংশকে আমার জন্য উপকারী বানিয়ে দিন, তার মধ্যাংশকে সাফল্যমণ্ডিত করুন এবং শেষাংশকে শুভ করুন।' অসংখ্য হাদিসে সময়ের মূল্য ও জীবনের গুরুত্ব প্রদানের তাগিদ রয়েছে। রাসুল (সা.) বলেন, 'পাঁচটি বিষয়কে পাঁচটি বিষয় আসার আগে গনিমত মনে করো; বার্ধক্যের আগে যৌবনকে, অসুস্থতার আগে সুস্থতাকে, দারিদ্র্যের আগে স্বচ্ছলতাকে, কর্মব্যস্ততার আগে অবকাশকে এবং মৃত্যুর আগে জীবনকে।' (সুনানে বাইহাকি : ১০২৪৮)।

সময় মোমিনের অমূল্য সম্পদ : পার্থিব জীবনে মোমিনের মূল পুঁজি সামান্য কিছু সময়। সময় কল্যাণের পথে ব্যয় ও সময় থেকে উপকৃত হওয়ার চেষ্টাকারীর জন্য দুনিয়া ও পরকালে সুসংবাদ রয়েছে। সময়ের সঠিক ব্যবহারে শিথিলতা প্রদর্শন করা জীবনের মূল পুঁজি ধ্বংসের নামান্তর। সময়ের সঠিক ব্যবহার মোমিনকে জান্নাতের সুউচ্চ আসনে পৌঁছে দিতে পারে। অপরদিকে সময়ের অবহেলায় নিক্ষিপ্ত হতে পারে জাহান্নামে। তাইতো কোরআন ও হাদিসে সময়ের পরিচর্যায় স্ববিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'তিনিই রাতদিন, সূর্য-চাঁদকে তোমাদের উপকারে নিয়োজিত করেছেন এবং তারকারাজিও তারই নির্দেশমতো কর্মে নিয়োজিত। নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।' (সুরা ইবরাহিম : ৩৩-৩৪)।

সময় সোনার চেয়েও মূল্যবান : সময় সবকিছুর তুলনায় দামি। এ কারণেই জীবনের অন্তিম মুহূর্তে এসে মানুষ আফসোস করে, যদি আরেকটুখানি সময় দেওয়া হতো তাকে! আল্লাহতায়ালা বলেন, 'হে মোমিনগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদের আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে। যারা উদাসীন হবে, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমি তোমাদের যে রিজিক দিয়েছি, মৃত্যু আসার আগে তোমরা তা হতে ব্যয় করবে। অন্যথায় সে বলবে, হে আমার রব! আমাকে আরো কিছুকালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।' (সুরা মোনাফিকুন : ৯-১০)।

সময়ের মূল্য দেওয়া মুসলিম ঐতিহ্য : এপিজে আবদুল কালাম বলেছেন, 'জীবন আর সময় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। জীবন শেখায় সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে। আর সময় শেখায় জীবনের মূল্য দিতে।' সময় কখনও কারও জন্য অপেক্ষা করে না। সময় তার আপন গতিতে চলে। প্রতিটি কাজের নির্দিষ্ট একটা সময় থাকে। আর সেই সময় অনুযায়ী কাজটি না করলে সেই কাজটা গুরুত্ব হারাতে থাকে। আমরা অনেক সময় আজকের কাজ কালকের জন্য ফেলে রাখি। কিন্তু অবহেলায় কোনো কাজ ফেলে রাখা উচিত নয় ।

সঠিক সময়ে সঠিক কাজ করতে পারলেই দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন সফল হবে

সঠিক সময়ে সঠিক কাজ করার চেষ্টা করতে হবে। তবেই কাজে সফল হওয়া যাবে। তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সময়কে মূল্য দিতে হবে। যারা সময়ের গুরুত্ব দিয়েছেন, ইতিহাসে তারা আজ স্মরণীয়-বরণীয় হয়ে আছেন। সময়কে কাজে লাগিয়ে তারা জীবনকে দিয়েছেন পূর্ণতা। কালের বাঁধন পেরিয়ে অর্জন করেছেন কালান্তরের অমরত্ব। সময়ের মূল্য দেওয়া মুসলমানদের ঐতিহ্য ও ধর্মীয় কর্তব্য। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'যারা অনুসন্ধানপ্রিয় অথবা যারা কৃতজ্ঞতাপ্রিয়, তাদের জন্য তিনি পরিবর্তনশীলরূপে রাতদিন সৃষ্টি করেছেন।' (সুরা ফোরকান : ৬৪)।

বড়দের সময়ের মূল্যায়ন : সময়কে মূল্যায়ন করে যারা বড় হয়েছেন, তাদের অন্যতম ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)। তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িতকালেও একটি মাসআলা নিয়ে চিন্তারত ছিলেন। হজরত মারুফ কারখি (রহ.)-এর দরবারে একবার কিছু লোকজন

এসে দীর্ঘক্ষণ বিলম্ব করল। বিরক্ত হয়ে তিনি বললেন, ‘সূর্য চালনাকারী ফেরেশতা কখনও ক্লান্ত হন না। অতএব, বল দেখি তোমরা কখন উঠবে?’ হাদিসশাস্ত্রের ইমাম বোখারি (রহ.) ধরাপৃষ্ঠে আগমন করে যখন চোখ খুললেন, তখন সর্বত্র ইসলামি জ্ঞানের চর্চা চলছিল। নবীজি (সা.)-এর যমানা মাত্র শেষ হলো। সাহাবায়ে কেরামের সংশ্রবে লালিত মহাপুরুষগণ তখনও জীবিত ছিলেন। জ্ঞানের পিপাসা নিয়ে সফরের লাঠি হাতে ধারণ করে রওনা হলেন তৎকালীন মুহাদ্দিসগণের কাছে বিভিন্ন শহরে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত হিসাব করে করে কাজে লাগিয়েছেন। কখনও কারও গিবত করেননি। তিনি বলেন, ‘স্মৃতিশক্তি বর্ধনের একমাত্র মাধ্যম হলো অটল, অবিচল ও একাগ্রতার সঙ্গে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করা।’ তিনি এক লাখ সহিহ হাদীস ও দুই লাখ গাইরে সহিহ হাদিস মুখস্থ করেছেন। এ ছাড়া হজরত দাউদ তাঈ (রহ.) রুটির পরিবর্তে ছাতু খেতেন। কারণ জিজ্ঞেস করা হলে বলতেন, ‘রুটির বদলে ছাতু খেলে ৫০টি আয়াত বেশি তেলাওয়াত করা যায়।’ বিখ্যাত আরবি ব্যাকরণবিদ খলিল ইবনে আহমদ (রহ.) বলতেন, ‘আমার কাছে সবচেয়ে অসহ্যকর লাগে খাওয়া-দাওয়ার সময়টুকু।’ (সাফহাতুম মিন সাবরিল উলামা)।

সময়ের সুফল অসময়ের কুফল : সময় নষ্ট করা একপ্রকার আত্মহত্যা। তবে পার্থক্য হলো, আত্মহত্যা মানুষকে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত করে দেয়। আর সময়ের অপব্যবহার একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জীবিত ব্যক্তিকে মৃত বানিয়ে রাখে। যে মিনিট, ঘণ্টা ও দিনটি অনর্থক নষ্ট হয়ে যায়, যদি মানুষ তার হিসাব করত, তাহলে তার সমষ্টি হয়ে দাঁড়াত মাস, বছর ও যুগ। যদি কাউকে বলা হয়, তোমার জীবনের ৫ কিংবা ১০ বছর হ্রাস করা হলো, তাহলে নিশ্চিত সে ব্যাকুল ও মর্মাহত হবে। কিন্তু তার জীবনের একটি বিরাট অংশ যে অকারণে নষ্ট করছে, তার প্রতি সে একটুও ভ্রূক্ষেপ করছে না। মাত্র পাঁচ মিনিট দেরি হওয়ার কারণে নেপালিয়নের মতো অজেয় সেনাপতিকেও পরাজিত হতে হয়েছে। যথাসময়ে কর্তব্য আদায় না করায় ব্যর্থতার বোঝা বহন করতে হয়েছিল। সময়ের সদ্ব্যবহারে আসে সুফল। অসদ্ব্যবহারে মেলে হতভাগ্যের হাতছানি। কথায় আছে, সময়ের একফোঁড় অসময়ের দশফোঁড়। একবার রাসুল (সা.)-কে প্রশ্ন করা হলো, ‘সৌভাগ্যবান কারা?’ তিনি বললেন, ‘যারা দীর্ঘায়ু লাভ করে তা নেকআমলের মাধ্যমে অতিবাহিত করেছে।’ পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, ‘দুর্ভাগা কারা?’ তিনি বললেন, ‘যারা দীর্ঘায়ু পেয়ে তা বদআমলে কাটিয়েছে বা আমলহীন অতিবাহিত করেছে।’ (তিরমিজি : ২৩২৯)।

পরকালে সময়ের হিসাব হবে : ঘড়ি টিক টিক করে অবিরাম গতিতে চলছে। আর বলছে, তোমরা তোমাদের কর্তব্য-কর্ম সম্পন্ন কর। উপকার তোমাদেরই হবে। তাই সময়ের কাছ থেকে আমাদের পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে নিতে হবে। এক মুহূর্ত সময়ও যেন বৃথা ক্ষয় না হয়, সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। কবিগুরু বলেছেন, 'কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন-যৌবন, ধন-মান। কিন্তু যা ভেসে যায় না, তা হলো কীর্তি।' যেসব স্বনামধন্য পুরুষের কীর্তি ও প্রতিভা দেখে আমরা মুগ্ধ ও অবিভূত, তাদের কীর্তি প্রতিষ্ঠার মূলে আছে সময়ানুবর্তিতা। সময়ানুবর্তিতাই জীবনে সাফল্য লাভের চাবিকাঠি। সময় ও জীবন আল্লাহর অমূল্য দান। সময়ের ইতিবাচক ব্যবহারই জীবনের সফলতা। সময়ের অপচয় ও অপব্যবহার জীবনের ব্যর্থতা। সময়ের যথাযথ ব্যবহার না করা বা অপব্যবহার করার জন্য জবাবদিহি করতে হবে আল্লাহর দরবারে। রাসুল (সা.) বলেন, 'শেষ বিচারের দিনে প্রতিটি মানুষ পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছাড়া এক কদমও নড়তে পারবে না। তা হলো, তার জীবনকাল কী লক্ষ্যে কাটিয়েছে? যৌবনকাল কী কাজে ব্যয় করেছে? কোন পথে আয় করেছে? কী কাজে ব্যয় করেছে? জ্ঞান অনুযায়ী কর্মসম্পাদন করেছে কিনা?' (তিরমিজি : ২৪১৬)।

সময়ের কারণে অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত : সময় ও নদীর স্রোত কারও জন্য অপেক্ষা করে না। বাক্যটি ক্ষুদ্র হলেও ব্যাপক অর্থবোধক। এটি একটি বাস্তব সত্য। মানুষ এতে খুঁজে পায় তার জীবনের মূল্য। এ বাক্যটি মানব জীবনে শুধু আগ্রহ-উদ্দীপনা ও প্রেরণা জাগায়, শুধু তা-ই নয়; বরং এটি একজন মানুষকে দান করে নতুন জীবন। সময়ই তার জীবন। এর সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ জান্নাতের সুউচ্চ আসনে পৌঁছাতে পারে। অপরদিকে এর প্রতি অবহেলা করে সে নিক্ষিপ্ত হয় জাহান্নামের অতল দেশে। আল্লাহতায়ালা তাঁর প্রিয় বান্দাদের

জন্য অসংখ্য নেয়ামত রেখেছেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ সেই নেয়ামতগুলোর অকৃতজ্ঞতায় মত্ত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আল্লাহপ্রদত্ত নেয়ামতগুলোর অপব্যবহার করে ক্ষতিগ্রস্ত। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'সময়ের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।' (সুরা আসর : ১-৩)। রাসুল (সা.) বলেন, 'দুটি নেয়ামত এমন রয়েছে, যে বিষয়ে মানুষ ধোঁকায় থাকে। তা হচ্ছে, সুস্থতা ও অবসর।' (বোখারি : ৬৪১২)।

উদাসীনতা বা সময়ের প্রতি অবহেলা : সময়ের এত গুরুত্ব হওয়া সত্ত্বেও অনেকেই এ ব্যাপারে উদাসীন। অথচ আল্লাহতায়ালা বলেন, ‘প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের মোহাচ্ছন্ন করে রাখে, যতক্ষণ না তোমরা সমাধিগুলো দেখতে পাও (তোমাদের মৃত্যু হয়)।

এটি কখনও সঙ্গত নয়; অচিরেই তোমরা জানতে পারবে। আবারও বলি, এটি মোটেই সমীচীন নয়; তা তোমরা অনতিবিলম্বে জানতে পারবে। না, তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তোমরা মোহগ্রস্ত হতে না। তোমরা (সময়ের প্রতি উদাসীন ও কর্মে অবহেলাকারীরা) অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে (তাতে প্রবেশ করবে)। অবশ্যই তোমরা জাহান্নাম চাক্ষুস দেখে (তাতে প্রবেশ করে তার শাস্তি ভোগ করে) প্রত্যয় লাভ করবে। অতঃপর অবশ্যই সেদিন তোমাদের প্রদত্ত সব নেয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।’ (সুরা তাকাসুর : ১-৮)।

সোশ্যাল মাধ্যমে সময় ব্যয় : আজকাল অনেকে অবসর সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় পার করে। তারা সারাক্ষণ বিভিন্ন মিউজিক চ্যানেল কিংবা মুভি দেখে সময় কাটাতে ভালোবাসে। এতে আল্লাহপ্রদত্ত নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। অন্যদিকে নিজের সময় নষ্ট ও শারীরিক ক্ষতি হয়।

সবচেয়ে ভয়ংকর বিষয় হলো, এটি মানুষের ধ্বংসের কারণও। রাসুল (সা.) বলেন, ‘আমার উম্মতের কিছু লোক মদের নাম পরিবর্তন করে তা পান করবে। আর তাদের মাথার ওপর বাদ্যযন্ত্র ও গায়িকা নারীদের গান বাজতে থাকবে। আল্লাহতায়ালা তাদের জমিনে ধসিয়ে দেবেন এবং তাদের কিছু লোককে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করবেন।’ (সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪০২০)।

গিবত ও পরনিন্দায় সময় কাটানো : গিবত বা পরনিন্দা ইসলামি শরিয়তে সম্পূর্ণরূপে হারাম ও নিষিদ্ধ। গিবত করা ও গিবত শোনা সমান অপরাধ। অনেকেই পরনিন্দাকে পাপ বা নিষিদ্ধ বলে মনেই করেন না। মদ্যপান, চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার ইত্যাদি থেকেও মারাত্মক ও নিকৃষ্টতম পাপ ও কবিরা গোনাহ হলো গিবত। অন্যান্য পাপ তওবা দ্বারা মাফ হয়; গিবতকারীর পাপ শুধু তওবা দ্বারা মাফ হয় না। যার গিবত করা হয়েছে, সে ব্যক্তি যদি মাফ করে, তবেই আল্লাহর কাছে মাফ পাওয়া যেতে পারে। আর একটি কবিরা গোনাহ কাউকে জাহান্নামে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট। অনেকে অবসরে পরনিন্দায় লিপ্ত হয়। দুঃখের বিষয় হলো, আজকাল মসজিদের মতো পবিত্র জায়গায় বসেও মানুষ অন্যের গিবতে ডুবে থাকে। যা জঘন্য অপরাধ। অথচ গিবত ও অপরের দোষচর্চা

নিকৃষ্টতম অভ্যাস। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'পেছনে ও সামনে প্রত্যেক পরনিন্দাকারীর জন্য দুর্ভোগ-ধ্বংস।' (সুরা হুমাজা : ১)।

অবসরে স্মার্টফোনে ডুব : বর্তমানে স্মার্টফোন অনেকের অবসরের সঙ্গী। মনের অজান্তেই তারা কিছুক্ষণ পরপর স্মার্টফোন চেক করে। এ আকর্ষণের আগুনকে আরও প্রজ্বলিত করে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অ্যাপ্স। স্মার্টফোনে হারাম কিছু না দেখলেও এর দ্বারা প্রচুর সময় নষ্ট হয়। অথচ কেয়ামতের দিন মানুষকে প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব দিতে হবে। অনেকের আবার অবসর কাটে দোকানে চায়ের আড্ডায়, গল্পগুজব আর অনর্থক ক্রিয়াকর্মে। অথচ মুসলমানদের জীবনের সফলতার ভিত্তি যে কয়টি বিষয়ের ওপর, তার একটি অনর্থক ক্রিয়াকর্ম থেকে বেঁচে থাকা। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'নিশ্চয় মোমিনরা সফলকাম। যারা খুশু-খুজুর সঙ্গে নামাজ আদায় করে এবং অনর্থক ক্রিয়াকর্ম থেকে বিরত থাকে।' (সুরা মোমিনুন : ১-৩)। রাসুল (সা.) বলেন, 'মানুষ যখন অনর্থক বিষয়াদি ত্যাগ করে, তখন তার ইসলাম সৌন্দর্যমণ্ডিত হবে।' (মুয়াত্তায়ে মালেক : ৯৪৮)।

সময় সচেতন হওয়া জরুরি : আনমনে-অবহেলায় আমাদের সময় বয়ে যায়। আমরা সময়ের মূল্য দিই না, সময়ের মূল্য বুঝি না। কিন্তু ইসলামের সব কর্মপদ্ধতিতে সময়ের মূল্য অপরিসীম। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে পৃথিবীর কোনো জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না; কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদের অবকাশ দিয়ে থাকেন। তারপর তাদের সময় পূর্ণ হলে তারা জানতে পারবে। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সম্যক দ্রষ্টা।' (সুরা ফাতির : ৪৫)। জীবন চলার বাঁকে বাঁকে সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ মানুষ ব্যাধি ও জরাগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাচ্ছে। কাজেই সময় থাকতে এখনই সময় সচেতন হতে হবে। সময়কে হেলায়-ফেলায় কাটিয়ে দিলে পরজগতে আক্ষেপের সীমা থাকবে না। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'সেখানে তারা (অপরাধীরা) চিৎকার করে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের আবার দুনিয়ায় প্রেরণ করুন। আগে যা করেছি, তা আর করব না। তখন আল্লাহতায়ালা বলবেন, আমি কি তোমাদের এতটা সময় দিইনি, যাতে উপদেশ গ্রহণ করতে পারতে? উপরন্তু তোমাদের কাছে সতর্ককারীরাও আগমন করেছিল।অতএব, আজাব আস্বাদন

কর। জালেমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।' (সুরা ফাতির : ৩৭)।

সময়ের গুরুত্ব প্রদান বিষয়ে মনীষীদের কিছু ঘটনা

১. হযরত আমের ইবনে আবদে কায়েছ তাবিয়ীকে একলোক বলেছিলেন আমার সঙ্গে একটু কথা বলবেন কি? তিনি বলেছিলেন, সূর্যের গতিরে আমার তাহলে কথা বলো (তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন সময় যে চলে যাচ্ছে।)

২. ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ শাগরিদ ইমাম মুহাম্মাদ ইবা হাছান (মৃত: ১৮৯ হি.) কাপড় ময়লা হয়ে গেলে তা ধোওয়ারও সময় পেতেন না। ইলমের জন্যই পুরো সময় ব্যয় করতেন

৩. মালিকী মজহাবের প্রসিদ্ধ আলেম মুহাম্মাদ ইবনে সুহনূন (মৃত: ২৫৬ হি.) খানা সামনে পড়ে থাকত, খাওয়ার সময় পেতেন না। একবার দাসী সামনে খানা রেখে গেল তিনি লেখার ব্যস্ততায় খাওয়ার দিকে মনোযোগ দিতে পারলেন না। দাসী এক ফাঁকে মুখে তুলে খাইয়ে দিল। ফজরের আযান হয়ে গেলে তিনি দাসীকে বললেন, উম্মে মুদাম! খাবার কি আছে আন। সে জানাল তা যে আপনাকে খাইয়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, আমি তো টেরই পাইনি।

৪. লুগাত ও নাহুর ইমাম ছা'লাব (মৃত: ২৯১ হি.) কে কেউ দাওয়াত দিলে তিনি এই শর্ত আরোপ করতেন যে, আমাকে মুতালাআর সুযোগ দিতে হবে।

৫. নাহুর ইমাম আবূ বকর ইবনুল খাইয়াত (মৃত: ৩২০ হি.) রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময়ও মুতালাআ করতেন। অনেক সময় গর্তে পড়ে যেতেন বা কোন জানোয়ার তাকে আঘাত করত।

৬. খতীবে বাগদাদী (মৃত: ৪৬৩ হি.) সম্পর্কেও বর্ণিত আছে তিনি রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন, দেখা যাচ্ছে কোন একটি কিতাব পড়তে পড়তে হাঁটছেন।

৭. ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী (মৃত: ৬০৬ হি.) সময়কে এত কাজে লাগাতেন, তিনি বলতেন, যে সময়টুকু খাওয়ার পেছনে ব্যয় হয় তার জন্য আফসুস লাগে, সেটুকু যে ইলমের জন্য লাগল না।

৮. হাফেজ আব্দুল আজীম মুনযিরী (মৃত: ৬৫৬ হি.) খানা খাওয়ার সময়ও পাশে কোন কিতাব রেখে তা দেখতে থাকতেন।

৯. ইমাম ইবনে তাইমিয়া (মৃত: ৭২৮ হি.) সফরে থাকলেও মুতালাআ করতেন। (আমরা বাস, কার, প্লেনে আরোহণরত অবস্থায়ও মুতালাআ করতে পারি।)

১০. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) সময় বাঁচানোর জন্য রাস্তায় চলার সময় খুব দ্রুত চলতেন। একদিন একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করল এই বাচ্চাদের সাথে দৌড়ে কোন দিকে যাচ্ছেন? তিনি জওয়াব দিলেন, মৃত্যুর দিকে। (তিনি বোঝাতে চেয়েছেন মৃত্যুর দিকেই আমরা এগিয়ে চলছি, অতএব মৃত্যুর পূর্বে যতটুকু সময় কাজে লাগানো সম্ভব লাগানো চাই, সময় নষ্ট না করা চাই।)

(যদি জীবন গড়তে চান কিতাব)

জীবনের সময়ে বরকত অর্জনের পন্থা

জীবনের সময়ে বরকত অর্জিত হয় নেক আমলের দ্বারা নেক আমল করাবে, তার জীবনের সময়ে যত বেশি বরকত হারে হত ছওবান (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে এসেছে-

الونان رض قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تريد العمر إلا البرء ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل للحرم الراقي رواد اس ماجة في باب في القد، والحديث حسن كلا في حفيلة بعملها . ٥٠٠ الترمسي عن سلمان في أبواب القدر باب ما جد لا يرد القدم
1

٠٢١٣٩وقال حديث حسن غريب واللفظ لأم ماجة هم

অর্থাৎ, হযরত ছওবান (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দুআ ব্যতীত অন্য কিছু ভাগ্যকে ফিরাতে পায় না, নেক কাজ ব্যতীত অন্য কিছু বয়সকে বাড়াতে পারে না। আর মানুষ তার কত পাপের কারণে রিষিক থেকে বঞ্চিত হয়। (ইবনে মাজা ও ভিলামিয়ী)

ব্যাখ্যা: দুআ দ্বারা ভাগ্য পরিবর্তন হয়- এ কথার অর্থ হল ভাগের যেসব বিষয় সম্পর্কে লেখা আছে যে, দুআ করা হলে তা পরিবর্তন হাং সেগুলোরই পরিবর্তন হয়, নইলে ভাগোর কোনো পরিবর্তন হয় না। রিংক এখানে দুআর ক্ষমতা বোঝানো হয়েছে যে, দুআর এমন ক্ষমতা জা ভাগ্যকে পর্যন্ত পরিবর্তন করে দিতে পারে

তদ্রূপ ব্যাস বাড়ার ক্ষেত্রেও ব্যাখ্যা এই যে, যদি মহান আল্লাহর পাগ

থেকে এরূপ লেখা থাকে যে, অমুক নেক আমল করলে তার বয়স বৃদ্ধিগালা

সে ক্ষেত্রে সেই নেক আমলের দ্বারা তার বয়স বৃদ্ধি পাবে। কিংবা

বয়স বৃদ্ধি পাওয়া দ্বারা বয়সের মধ্যে বরকত হওয়ার কথা বোঝানো হয়ে

নেক আমল দ্বারা যিন্দেগীর সময়ে বরকত হয়ে থাকে।

যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলা ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

'দু'টি নি'আমাত সম্পর্কে মানুষ খুবই অপব্যবহার করে। নি'আল দু'টি হল স্বাস্থ্য ও অফুরন্ত সময়।' (ফাতহুল বারী ১১/২৩৩, তিরা ৬/৫৮৯, ইবন মাজাহ ২/১৩৯৬) অর্থাৎ মানুষ এ দু'টির পূর্ণ কৃতজ প্রকাশ করেনা এবং এ দু'টির সদ্ব্যবহারও করেনা। অর্থাৎ আল্লাহর সন্তু পথে এ দু'টি ব্যয় করেনা। অতএব এ দু'টি বিষয়ের হক যে আদায় করা সে'ই অন্যায় করল, তার প্রতি অর্পিত দায়িত্ব সে পালন করলনা।সময় আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত। প্রিয়নবি (সা.)-ও উম্মতকে বুঝিয়েছেন সময়ের গুরুত্ব। সময়ের ব্যাপারে আমরা খুবই উদাসীন। সময়ের যথাযথ মূল্য আমরা দিতে জানি না। হেলায় খেলায় কেটে যায় আমাদের সময়।

আল্লাহতায়ালা সময়ের শপথ করে বলেন, সময়ের শপথ! অবশ্যই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তারা নয়, যারা ইমান আনে, সৎকাজ করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয়, উপদেশ দেয় ধৈর্যধারণের। (সূরা আসর, আয়াত : ১-৩)।

অন্যত্র আল্লাহতায়ালা বলেন, শপথ ফজরের। শপথ দশ রাতের। দশ রাত বলতে এখানে জিলহজ মাসের প্রথম দশ রাত উদ্দেশ্য। (সূরা আল-ফাজর.১-২)।

যারা সময়কে সঠিক পন্থায় কাজে লাগায় তারা সফলতার মুখ দেখতে পায়। আর যারা তার সঠিক ব্যবহার করে না তারা অনেক সময় নিজেদের দোষ-ত্রুটি ঢাকতে সময়কে

দোষারোপ করে। রাসূল (সা.) বলেন, তোমরা যুগকে গালি দিয়ো না। কারণ আল্লাহ-ই হলেন যুগের স্রষ্টা। (সহিহ মুসলিম-২২৪৬)।

মানুষের জীবন তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। শিশুকাল, যৌবনকাল ও বৃদ্ধকাল। এর মাঝে শিশুকাল ও বৃদ্ধকাল মানুষের দুর্বলতায় কেটে যায়। মাঝে বাকি থাকে যৌবনকাল। এ সময় শরীর সুস্থ ও শক্তিশালী থাকে। কঠিন থেকে কঠিনতম কাজ এ সময় সমাধান করা যায় খুব সহজেই।

এ সময়ের ইবাদতও আল্লাহতায়ালার কাছে অনেক দামি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এ সময়ের ব্যাপারে ধোঁকায় পড়ে যায়। মনে মনে ভাবতে থাকে সময় এখনো বাকি আছে। এখনই তো আর বুড়ো হয়ে যাইনি। অবশেষে এ উদাসীনতায় থাকাবস্থায় তার মৃত্যু চলে আসে। যেমনটা হজরত ইবনে আব্বাস (রা.)- থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, দুটি নিয়ামতের ব্যাপারে মানুষ প্রবঞ্চিত হয়ে আছে। একটি হচ্ছে সুস্থতা; অন্যটি হচ্ছে অবসর সময়। (সহিহ বুখারি-৬৪১২)।

সুস্থতা আল্লাহ প্রদত্ত এক বিশেষ নিয়ামত। সুস্থতাকে সঠিক কাজে লাগনো বুদ্ধিমানের কাজ। পাশাপাশি অবসরতাও সব সময় আসে না। তাই এ দুটি মুহূর্তকে মূল্যায়ন করা উচিত। অবসরতা এবং সুস্থতার সময়টুকু কীভাবে কাটাতে হবে সে নির্দেশনা কুরআনে দেওয়া আছে সুস্পষ্টভাবে।

আল্লাহতায়ালা বলেন, সুতরাং তুমি যখন অবসর পাও, তখন (ইবাদতে) নিজেকে পরিশ্রান্ত কর এবং নিজ প্রতিপালকের প্রতি মনোযোগী হও। (সূরা আল ইনশিরাহ, আয়াত ৭-৮)। আপনি হয়তো বা সারা দিন বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকেন। ব্যস্ততা আপনাকে ঘিরে থাকে। তবে এসব কাজের ফাঁকে ফাঁকে যখন আপনি অবসর সময় পান, তখনই আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত হয়ে যান। একান্তে নির্জনে কথা বলুন মহান আল্লাহর সঙ্গে।

প্রসিদ্ধ তাবেয়ি হজরত হাসান বসরি (রহ.) বলতেন, প্রতিটি দিনই আদম-সন্তানকে ডেকে বলে যায়, আদম-সন্তান, আমি নতুন একটি দিন। আমার মাঝে মানুষ যে কাজ করে, আমি তার সাক্ষী হয়ে থাকি। যদি আমি চলে যাই, তবে পেছনে আর কখনো ফিরে আসি না। তাই তোমার যা ইচ্ছা, সামনে পাঠাও। ভবিষ্যৎ জীবনে তুমি তারই প্রতিদান পাবে। আর যার পেছানোর ইচ্ছা করে, তাকে পিছিয়ে রাখ। মনে রেখ, সময় কখনো ফিরে আসে না। (আল হাসানুল বসরি-১৪০)। ইয়াহইয়া বিন মুআজ কতই না চমৎকার বলেছেন, রাত হয় দীর্ঘ। ঘুমিয়ে রাতকে তুমি ছোট করে ফেলো না। দিন হয়

স্বচ্ছ ও নির্মল। তাই তোমার পাপ দিয়ে দিনকে পঙ্কিল করো না।' (সিফাতুস সাফওয়া-৪/৯৪)।

যদি কেউ সময়কে অবহেলা করে কাটিয়ে দেয় এবং সঠিক পথে ফিরে না আসে, তাহলে পরপারে আল্লাহতায়ালার কাছে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা বলেন, 'আমি কি তোমাদের এতটা দীর্ঘ সময় দান করিনি যে, কেউ সতর্ক হতে চাইলে অনায়াসে সতর্ক হতে পারত? তোমাদের কাছে তো সতর্ককারীও এসেছিল। (সূরা ফাতির-৩৭)। একটু চিন্তা করুন, যেদিন আল্লাহ আমাদের এ প্রশ্নটি করবেন, সেদিন জবাব দেওয়ার মতো আমাদের কী কোনো উত্তর থাকবে?

আল্লাহ আমাদের সময়ের গুরুত্ব বুঝে সময়ের যথাযথ মূল্যায়ন করার তাওফিক দান করুন আমিন।

⬣ বুযুর্গদের সময় নিয়ে কিছু কথা

তুমার সময় টা এত্ত কম তুমি আসরের সময় মাত্র আছো একটু সময় পর কিন্তু সুর্য ডুবে যাবে তুমার , তুমার জীবন টা আসরের মত একটু পরেই তুমার মাগরিব চলে আসবে অথাৎ তুমার জীবনের যে সুর্য টা আছে সূর্যটার প্রান্তে চলে এসেছে সব সময় । তুমার জম্ম থেকে তুমি জীবনের প্রান্তে আছো ডুবে যাবে একটু পরেই মাগরিব হয়ে যাবে এইটাই তুমার জীবন , আসর থেকে মাগরিব কতটুকী সময়? অল্প সময় প্রত্যেকটি মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে কিন্তু কিছু কিছু বান্দা ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে ফেলে দিবো না দুনিয়াতে না আখিরাতেও না যারা ইমান এনেছে সৎ কর্ম করেছে এবং নিজের জীবন সঠিক পথে ব্যয় করেছে তারাই সফল । জীবনে প্রতিটি সময় অনেক অনেক মূল্যবান এই সময় হেলাই ফেলাই নষ্ট করা আমাদের উচিত হয় । সময় সাথে সাথে জীবনের অনেক অনেক পরিবতন করতে হবে । ইসলামের পথে নিজেকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে ইসলামের খেদমত করতে হবে এই সময় নষ্ট করা আমাদের জন্যে বোকামি ছারা কিছুই না তাই চলুন আমাদের অতি মূল্যবান সময় কে কাজে লাগাই যাতে আমাদের পরবতিতে আফসোস করতে না হয়

⛔ হাফেয ইবনে হাজারের সময়ের মূল্যায়ন

। তিনি একজন যুগশ্রেষ্ঠ আলেম, মুহাদ্দিস এবং লেখক হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর জীবনীতে আছে, সে যুগে কাঠের কলম ব্যবহার করা হত তিনি কিতাব লিখতেন এবং

লিখতে লিখতে কলমের অগ্রভাগ নষ্ট হয়ে গেলে বারবার তার অগ্রভাগ চোখাতে হত এবং এতে কিছু সময় ব্যয় হত। তিনি এই সময়টাও বেকার নষ্ট হতে দিতেন না; বরং যতটুক সময় এতে ব্যয় করতেন, ততটুকু সময় 'সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' পড়তে থাকতেন যাতে এই সময়টাও নষ্ট না হয়। কেননা, যে সময়টুকু কিতাব লেখার কাজে ব্যয় হচ্ছে, সেটা তো আল্লাহর ইবাদতেই ব্যয় হচ্ছে; কিন্তু এর বাইরে কিছু করার সময়টা কেন নষ্ট হবে? তাই তিনি এসব পড়তে থাকতেন।মোটকাথা, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য এটাই ছিল, যেন কোনো একটা মুহূর্ত অযথা কেটে না যায়, কোনো না কোনো আমল যেন সবসময় চলতে থাকে।

⛔ হযরত মুফতী শফী সাহেব রহ.-এর সময়ের মূল্যায়ন

আজ আমাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি অবহেলিত এবং সবচেয়ে বেশি মূল্যহীন হলো সময়। আমরা সময়কে যেভাবে খুশি নষ্ট করে দিচ্ছি। কখনও গল্প-গুজব করে, কখনও বেকার বসে থেকে, কখনও খেল-তামাশা করে, কখনও এমন কাজে-যাতে না দুনিয়ার কোনো উপকার আছে, না আখেরাতের।

আমার সম্মানিত পিতা হযরত মুফতী শফী রহ. বলতেন, 'আমি আমার সময়কে মেপে মেপে খরচ করি, যাতে কোনো একটা মুহূর্ত বেকার কেটে না যায়। কাজ দুনিয়ারও হতে পারে, আখেরাতেরও হতে পারে। তবে নিয়ত ঠিক থাকলে বাহ্যিক দুনিয়ার কাজও আখেরাতের কাজ হয়ে যায়।'

তিনি আমাকে নসীহত করে বলতেন, 'যদিও একটু লজ্জার কথা কিন্তু তোমাদের বোঝানোর জন্য বলছি-যখন মানুষ পায়খানায় যায়, তখন না যিকির করতে পারে, না কোনো ইবাদত করতে পারে; বরং ওই সময়টা বেকার কেটে যায়। কেননা, ওই সময় কোনো যিকির কিংবা ইবাদত করা নিষেধ। কিন্তু আমি ওই সময়টাও এভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করি-আমি যখন বাথরুমে যাই তখন বদনাটা ভালোভাবে পরিষ্কার করি যাতে সময়টাও কাজে লেগে যায় এবং

আমার পরে যে আসবে সে পরিষ্কার বদনা পায় এবং তার কোনো কষ্ট না হয়।

তিনি আরও বলতেন, 'আমি পূর্ব থেকেই চিন্তা করে নিতাম, ওই সময় আমার যে পাঁচ মিনিট অবসর পাওয়া যাবে আমি তাতে কী করব? অথবা খানা খাওয়ার পর তৎক্ষণাৎ লিখতে পড়তে বসা উচিত নয়; বরং দশ মিনিটের বিরতি হওয়া উচিত। তো আমি পূর্ব থেকেই চিন্তা করে নিতাম, এই দশ মিনিটে আমি ওই কাজটি করে নেব। সুতরাং সেই সময়ে আমি সে কাজই করে নিতাম।'

যারা আমার সম্মানিত পিতাকে দেখেছেন, তারা অবশ্যই এটা লক্ষ করে থাকবেন-তিনি গাড়িতে সফর করছেন, তখনও কলমও চলছে; বরং আমি তো তাকে রিকশায়ও লিখতে দেখেছি। অথচ রিকশায় প্রবল ঝাঁকুনি লাগত।

⛔

সুতরাং এই সময়গুলো হচ্ছে পুণ্যের কাজ করে নেওয়ার। এই সুস্থতা আল্লাহ তা'আলা এজন্য দিয়েছেন, যেন এটাকে সে সময়ের জন্য কাজে লাগিয়ে পুঁজি সংগ্রহ করি, যা মৃত্যুর পর আসছে। কিন্তু যদি আমরা এখন সময় কাজে না লাগিয়ে হেলায় খেলায় কাটিয়ে দিই, তাহলে পরকালে গিয়ে আক্ষেপের সীমা থাকবে না। কিন্তু সে সময় আফসোস করেও কোনো কাজ হবে না। এজন্য এখনই সময় এই নেয়ামত কাজে লাগানোর এবং এই মহা নেয়ামতকে মূল্যায়ন করার

🛑যে সময় গেলো তা আর ফিরে আসবে না

দুনিয়ার জীবন যে ক্ষণস্থায়ী, এই একটি মাত্র শব্দ এখন আমার সামনে তা পরিষ্কার করে দিয়েছে।

আজকের দিনটি যা চলে গেছে তা আর কখনো ফিরে আসবে না

জীবনের যে সময় একবার চলে যায় তা কখনো ফিরে আসে না

এমনকি পঞ্চাশ বছর পরে, আমার মৃত্যুর পরেও শুনতে পাবে। সময় পার হয়ে গেছে, আর ফিরে আসবে না, কিন্তু জীবনের কোন কথা ও কাজ জীবন থেকে মুছে যায় না। ধরে রাখা যায়, জমা করে রাখা যায়। এমন কি বয়ান করার সময় যে কাশি দিয়েছি সেটাও শোনা যাবে। আমার মৃত্যুর পরো শোনা যাবে। কোন কিছু বাদ যাবে না। আরো শোনো, মানুষ বিভিন্ন অনুষ্ঠান ভিডিও করে। তো আজকের এই বয়ানের মজলিসটা

যদি ভিডিও করা হয় তাহলে সময়টা তো চলে যাবে আমার জীবন থেকে, কিন্তু বয়ানটা থেকে যাবে। দৃশ্য ও কণ্ঠ সবই থেকে যাবে। আমার মৃত্যুর পরো সবকিছু হুবহু দেখা যাবে। কী বলেছি শোনা যাবে, কীভাবে বসেছি, হাত নাড়ছি, সবই দেখা যাবে। একথাগুলো বুঝতে কি বাচ্চারা তোমাদের কষ্ট হচ্ছে? ছাওবান তোমার কি কষ্ট হচ্ছে বুঝাতে? কষ্ট হওয়ার কথা না, সবারই বোঝার কথা। সময় জীবন থেকে চলে যায়, আর কখনো ফিরে আসে না, কিন্তু জীবনের কোন কথা, কোন কাজ জীবন থেকে মুছে যায় না। যদি ভিডিও করো তাহলে সবকিছু যখন ইচ্ছে শোনা যাবে এবং দেখা যাবে, মৃত্যুর পরো দেখা যাবে।

তো আমার ডানকাঁধে একজন এবং বামকাঁধে একজন ফিরেশতা আছেন। আল্লাহর হুকুমে আমার ভালো-মন্দ প্রতিটি কথা এবং প্রতিটি কাজ ভিডিও করে রাখছেন। সেটাকেই কোরআনে বলা

তো এখন থেকেই তুমি জীবনের মূল্য বুঝতে চেষ্টা করো, সময়ের মূল্য বুঝতে চেষ্টা করো।

সুন্দরভাবে মেহনত করো ইলমের মেহনত, আমলের মেহনত। তোমার আখলাক যেন হয় সুন্দর। তোমার চিন্তা যেন হয় সুন্দর। • তাহলে তোমার দুনিয়ার জীবন হবে শান্তি সুখের, আখেরাতের জীবনও হবে শান্তি সুখের। জীবনের প্রতিটি কাজ আমাদের সুন্দরভাবে করতে হবে । জীবন টা আখিরাতের জন্যে সুন্দরভাবে গুছাতে হবে । যে সময় গুলো অপব্যয় করতেছি তা আর করা যাবে না এখন থেকেই সময়ের মূল্য দিতে হবে । এই মুহুর্ত থেকেঅ সময় পরিবতন করতে হবে নিজের জীবন

(দরদী মালীর কথা শোনো)

⬣সময় অপচয় রোধ করতে হবে কেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এমন কোনোদিন যায় না যেদিন সূর্যোদয়ের সময় সে এ কথা ডেকে বলে না যে, হে বনী আদম! আমি শেষ দিন পর্যন্ত আর কখনো তোমার কাছে ফিরে আসব না। সুতরাং তোমরা আজকের মধ্যে যতটুকু সম্ভব ভালো কাজ করে নাও। (বায়হাকীর রেওয়ায়েতে, কীমাতুয যামান ইনদাল উলামা) চলে যাওয়া সময় কখনো ফিরে আসে না। তাই সময়ের অপচয় রোধ করা আবশ্যক। এ ছাড়া পরকালে আল্লাহ মানুষের তার জীবনকাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘কিয়ামত দিবসে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হওয়ার আগে আদম সন্তানের পদদ্বয় আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে সরতে পারবে না। ১. তার জীবনকাল সম্পর্কে, কিভাবে অতিবাহিত করেছে? ২. তার যৌবনকাল সম্পর্কে, কী কাজে তা বিনাশ করেছে? ৩. তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে, কোথা থেকে তা উপার্জন করেছে? এবং ৪. তা কী কী খাতে খরচ করেছে? ৫. সে যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছিল সে মোতাবেক কী কী আমল করেছে? (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ২৪১৬) এই প্রশ্ন গুলোর উত্তর কি আমরা দিতে পারবো?? তাই সময় অপচয় করা বন্ধ করতে হবে আমাদের ইন শা আল্লাহ। **সময় অপচয় মানে জীবন অপচয়।**

⬣সময় অপচয় করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে শাস্তির কথা

সময় ও জীবন আল্লাহর দান। সময়ের ইতিবাচক ব্যবহারই জীবনের সফলতা। সময়ের অপচয় ও অপব্যবহার জীবনের ব্যর্থতা। সময়ের যথাযথ ব্যবহার না করার জন্য জবাবদিহি করতে হবে আল্লাহর দরবারে। কোরআন কারিমে আল্লাহ বলেন, ‘সময়ের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।’ সুরা আসর : ১-৩

নবী মুহাম্মাদ (সা.) নিজে সময়কে গুরুত্ব দিতেন এবং উম্মতদের যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে তাগিদ দিয়েছেন। প্রতিটি মানুষকে সময়ের হিসাব কিয়ামতের দিন দিতে হবে বলে তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন। বহু হাদিসে বলা হয়েছে, পরকালে মানুষকে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব দিতে হবে। হাদিসে আরও বলা হয়েছে, পরকালে মানুষ যে বিষয়ে সবচেয়ে অনুতপ্ত হবে তা হলো, অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার না করা। সময়ে নেকআমল করলে বান্দার অবস্থার উন্নয়ন হবে, বদআমল করলে তার অবনতি হবে। আমল ছাড়া সময় পার করলে তাও তার জন্য প্রকারান্তরে ক্ষতি হিসেবেই গণ্য হবে। কারণ, মানুষের আয়ুষ্কাল প্রবহমান সময়। তা যদি সৎকর্মে ব্যয়িত হয়, তবে নেকআমল হিসেবে গণ্য হবে; আর যদি নেক আমলবিহীন চলে যায়, তা বদআমল হিসেবেই পরিগণিত হবে। যেহেতু নিষ্ক্রিয়তা কিংবা অকর্মণ্য তাও একটি ক্রিয়া। সময়ের প্রতি অবহেলা সম্পর্কে সাবধান করে কোরআনে কারিমে বলা হয়েছে, ‘প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের মোহাচ্ছন্ন করে রাখে, যতক্ষণ না তোমরা সমাধিগুলো দেখতে পাও

(তোমাদের মৃত্যু হয়)। এটি কখনো সংগত নয়! অচিরেই তোমরা জানতে পারবে। আবারও বলি, এটি মোটেই সমীচীন নয়; তা তোমরা অনতিবিলম্বে জানতে পারবে। না, তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তোমরা মোহগ্রস্ত হতে না। তোমরা (সময়ের প্রতি উদাসীন কর্মে অবহেলাকারীরা) অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে (তাতে প্রবেশ করবে)। পুনশ্চ! অবশ্যই অতি অবশ্যই তোমরা জাহান্নাম চাক্ষুষ দেখে (তাতে প্রবেশ করে তার শাস্তি ভোগ করে) প্রত্যয় লাভ করবে। অতঃপর অবশ্যই সেদিন তোমাদের প্রদত্ত সব নেয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।' সুরা তাকাসু

যে সময়গুলো নষ্ট হচ্ছে সেগুলোই আসল সময়

আবু আবদুর রহীম মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

এক এক মুহূর্তের সমষ্টিই তো জীবন। প্রতিটি মুহূর্ত সময়ের একটি অংশ। সময়ের আলাদা কোনো অস্তিত্ব যেহেতু মানুষ অনুভব করে না তাই সময়ের বয়ে চলাও অনুভূত হয় না।

এই মহা মূল্যবান সময়টা আমাদের কাছ থেকে বাতাসের মতো উড়ে যাচ্ছে। আর টিভি, ফোন, ইন্টারনেট ইত্যাদিতে থাকলে তো কথাই নেই। সকাল কিভাবে গিয়ে বিকেল হচ্ছে আর বিকেল কিভাবে গিয়ে রাত হচ্ছে, তা বুঝাই যায় না। শুধু মহা মূল্যবান সময়টা নষ্ট হচ্ছে। (অবশ্য যারা ফোন-ইন্টারনেটে ইলম শিক্ষা বা অর্জনের কাজে সময় কাটান, তাদের কথা ভিন্ন।)

আমাদের সময়টার প্রতিটা মিনিট মুক্তার চেয়েও দামী। কখনো কি আমরা চিন্তা করেছি, ফোন-ইন্টারনেট এসবে আমাদের জীবনের কতোটুকু সময় নষ্ট করছি? মুক্তার চেয়ে দামী জিনিসটা (সময়টা) কিভাবে হারাচ্ছি? কখনো এই মুক্তার চেয়ে দামী জিনিসটাকে হারানোর জন্য আফসোস করেছি? মুক্তা প্রতি মিনিটে একটা করে হারালে আমাদের কতোটুকু কষ্ট লাগবে, কতোটুকু আফসোস লাগবে!

অথচ মুক্তা প্রতি মিনিটে একটা করে হারালে যতো ক্ষতি, তার থেকেও বেশি ক্ষতি এই সময়টাকে হারানোর। অবসর হলেই আমরা ফোনে-ইন্টারনেটে এসে সময় নষ্ট

করতে থাকি। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "স্বাস্থ্য ও অবসর দুইটি নিয়ামতের (সদ্ব্যবহারের) ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ধোঁকার মধ্যে রয়েছে।" (বুখারী ৬৪১২, ইবনে মাজাহ ৪১৭০)

তাছাড়া বর্তমানে তো সময় আরো ছোট হয়ে গেছে। এক বছরকে এক মাস আর এক মাসকে এক সপ্তাহ আর এক সপ্তাহকে এক দিন আর এক দিনকে এক ঘন্টার মতো মনে হয়। কারণ সময়ে বরকত নেই; সময় থেকে বরকত উঠে গেছে।

আর এটাই কিয়ামতের আলামত। নবী (সাঃ) বলেন, "সময় ছোট হয়ে যাওয়ার পূর্বে কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে না। তখন এক বছর হবে এক মাসের মতো, এক মাস হবে এক সপ্তাহের মতো, এক সপ্তাহ হবে এক দিনের মতো, এক দিন হবে এক ঘন্টার মতো এবং এক ঘন্টা হবে প্রজ্বলিত আগুনের একটি স্ফুলিঙ্গের মতো।" (তিরমিজি ২৩৩২, সহীহ জামে ৭২৯৯)

দুনিয়ার ৮০-১০০ বছরের এই জীবনকে তো আখিরাতে গিয়ে একদিনের কিছু অংশের সমতুল্য মনে হবে। আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করবেন, كم لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِين "পৃথিবীতে কতো বছর তোমরা অবস্থান করেছিলে?"

তারা বলবে, لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْم "আমরা একদিন বা একদিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি।" (সূরা আল-মু'মিনূন ১১২-১১৩) إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُون "তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে; যদি তোমরা জানতে!" (সূরা আল-মু'মিনূন ১১৪)

তাই আমরা সময়টাকে নষ্ট না করে সময়টাকে যথাসাধ্য আল্লাহর ইবাদতে কাটানোর চেষ্টা করি। আমরা যারা বেশিরভাগ সময় ফোনে-ইন্টারনেটে এসে সময় নষ্ট করি, আমরা যদি একটা আমল করে ফোন-ইন্টারনেট চালাই, তাহলে আমাদের প্রতিটা মিনিটই ইবাদতে কাটবে। সে আমলটা হলো 'আল্লাহর যিকির'।

'সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদুলিল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার', 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়তে-পড়তে ফোন-ইন্টারনেট চালালে সমস্যা কী? তাহলে তো এই ফোন-ইন্টারনেট চালানোর সময়টা অযথা-অহেতুক যায় না, আখিরাতে এই সময়টার জন্য আফসোস করতে হয় না; নষ্ট হয় না সময়টা।

বরং সময়টা ইবাদতেই কাটে। নবী (সাঃ) বলেছেন, "তাসবীহ' (সুবহানাল্লাহ), 'তাহলীল' (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ), 'তাহমীদ' (আলহামদুলিল্লাহ)-এর মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর যে মহিমা বর্ণনা করো, তা মৌমাছির গুঞ্জনের শব্দ করে আরশের চারপাশে ঘুরতে থাকে।

সেগুলো নিজ-নিজ প্রেরকের কথা উল্লেখ করতে থাকে। তোমাদের কেউ কি এটা পছন্দ করো না যে, আল্লাহর নিকট অনবরত উল্লেখকারী কেউ থাকুক?" (ইবনে মাজাহ ৩৮০৯)

সময়ের অপচয় রোধ করার উপায়

আধুনিক সময়ে যেসব কাজে সময় নষ্ট হয় সেগুলোর ব্যাপারে সচেতন হলে সময়ের অপচয় রোধ করা সম্ভব।

নিম্নে এমন কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হলো।

১. মোবাইল ফোন : আধুনিক সমাজে মোবাইল ফোন ব্যবহারে মানুষ সবচেয়ে বেশি সময় কাটায়। সুতরাং মোবাইল ফোন ব্যবহারে সংযত হলে বহু সময় অপচয়ের হাত থেকে বেঁচে যাবে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি প্রথমে মোবাইল ফোনে ব্যয় করা সময়ের হিসাব সংরক্ষণ করবে। এরপর ক্রমন্বয়ে তা সংকোচনের চেষ্টা করবে।

মোবাইল ফোনের কাজগুলোও হিসাব করা প্রয়োজন। এর মধ্যে প্রয়োজনীয় কাজগুলোকে প্রাধান্য দেওয়া এবং অপ্রয়োজনীয় কাজগুলো প্রত্যাখ্যান করা।

২. ল্যাপটপ ও কম্পিউটার : মোবাইল ফোনের মতো ল্যাপটপ ও কম্পিউটারে মানুষের বহু সময় নষ্ট হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে সময় অপচয় রোধে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করবে, কেবল দরকারি কাজ করেই ল্যাপটপ ও কম্পিউটার বন্ধ করে দেবে। প্রয়োজনে অপচয়কৃত সময়ের বিপরীতে নিজের ওপর জরিমানা আরোপ করতে পারে।

৩. আড্ডা : গল্প ও আড্ডা সময়ের অপচয়ের অন্যতম মাধ্যম। তাই যারা জীবনে সফল হতে চায় তাদের জন্য আড্ডা এড়িয়ে চলা আবশ্যক। বিশেষত যেসব আড্ডায় পাপ কাজ হয়। বিপরীতে ব্যক্তি পরিবারকে বেশি সময় দিতে পারে, নেককার আলেম ও বুজুর্গ ব্যক্তিদের সান্নিধ্য গ্রহণ করতে পারে, অংশগ্রহণ করতে পারে ধর্মীয় আলোচনা, জ্ঞানচর্চার বৈঠকগুলোতে।

৪. অপ্রয়োজনীয় কাজ : পার্থিব জীবন পরকালীন জীবনের পাথেয় সংগ্রহের ক্ষেত্র। তাই অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যস্ত হয়ে সময় অপচয়ের সুযোগ নেই। অপ্রয়োজনীয় ও গুরুত্বহীন কাজেও মানুষের বহু সময় নষ্ট হয়ে যায়। তাই ব্যক্তির প্রয়োজন একটি সুচিন্তিত কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা। যাতে সে নিজের কাজগুলোর মূল্যায়ন করতে পারে।

৫. নিয়ন্ত্রণহীনতা : উল্লিখিত সব কাজ মানুষ করে যখন তার আত্মনিয়ন্ত্রণ থাকে। আত্মনিয়ন্ত্রণ না থাকলে ব্যক্তি সময়ের সঠিক মূল্য দিতে পারে না। তাই ব্যক্তির উচিত আত্মনিয়ন্ত্রণ লাভের চেষ্টা করা। আত্মসংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণ ব্যক্তির ভেতর তখনই আসবে, যখন সে আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় পাবে। আল্লাহভীতি মানুষকে যাবতীয় অন্যায় কাজ থেকে মুক্তি দিতে পারে।

চেষ্টাকারীই সফল হয়

সময়ের অপচয় পুরোপুরি রোধ করা কঠিন। তবে তা অসম্ভব নয়। যে চেষ্টা করে সেই সফল হয়। চেষ্টাকারীর জন্য মহান আল্লাহর সুসংবাদ হলো, 'যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি তাদের অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে থাকেন।' (সুরা আনকাবুত, আয়াত : ৬৯)

আল্লাহ সবাইকে সফল করুন। আমিন

⬣ রাসুল (স) সময় ভোর থেকে রাত পযন্ত সারাদিন যেভাবে কাটাতেন

সময় ব্যাবস্থাপনার বিষয়টি আসলেই আমরা নবীজি(স.) এর টাইম-ম্যানেজম্যান্ট দেখতে পারি। কত সুনিনণ ভাবে সময় মত কাজ করতেন----

▽ মধ্যরাত ও ভোর

* মধ্যরাতে বা এর কিছু আগে ঘুম থেকে উঠতেন।

* এরপর মেসওয়াক করে আকাশের দিকে তাকিয়ে সূরা আলে ইমরান এর ১৯০-২০০ আয়াত পাঠ করতেন।

• অতঃপর উযু করতেন।

* এরপর কিছুক্ষণ যিকর করে ২ রাকাত সংক্ষিপ্ত সালাত দিয়ে কিয়ামুল লাইল শুরু করতেন।

* রাতের ১/৬ বাকি থাকতে তিনি সামান্য বিশ্রামের জন্য বিছানায় ডান কাত হয়ে ডান হাতের তালুতে গাল রেখে শুয়ে থাকতেন।

* বিলাল (রা) এর আযানের শব্দে তিনি উঠে যেতেন এবং আযানের জবাব দিতেন।

* এরপর ফজরের ২ রাকাত সুন্নাহ আদায় করতেন এবং মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হতেন।

▽ সকাল

* ফজরের সালাত আদায় করে তিনি যিকরে মশগুল হতেন।

* যিকিরের পর সাহাবীদের নিয়ে বসতেন এবং তাঁদের কথোপকথন শুনতেন।

* কখনও কখনও সাহাবীদের স্বপ্নের বাখ্যা দিতেন, কেউ অসুস্থ থাকলে তার খবর নিতেন।

❖ এভাবে তিনি সূর্যোদয় পর্যন্ত মসজিদেই অতিবাহিত করতেন।

▽ সকাল ও দুপুরের মাঝে

* মসজিদ থেকে বের হয়ে একে একে সকল স্ত্রীর কক্ষে যেতেন এবং তাঁদেরকে সালাম দিতেন, তাঁদের জন্য দূয়া করতেন।

* সকল স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ শেষে পুনরায় তিনি মসজিদে ফিরে আসতেন এবং ২ রাকাত নফল সালাত আদায় করতেন।

* এরপর সাহাবীদের সাথে আলাপ করতেন, তাদেরকে দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতেন ও শিক্ষা দিতেন, নাসীহা করতেন। * কখনও কখনও ছোট শিশুদের তাঁর কাছে নিয়ে আসা হত, তিনি শিশুদের জন্য দুয়া করতেন।

• বেদুইনরা দ্বীন সংক্রান্ত প্রশ্ন করতে এসময়ে আসত এবং মদীনার বাইরের প্রতিনিধিদলও এসময়ে আসতেন।

* জরুরী মুহূর্তে এই সময়টায় পরামর্শসভা বসত। মজলিস শেষে সাহাবীগণ কেউ কেউ জীবিকার কাজে বেরিয়ে পড়তেন,

কেউবা বাসায় বিশ্রাম নিতেন।

* নবীজি কখনও বাসায় বিশ্রাম নিতে যেতেন, কখনও মদীনার রাস্তায় হাঁটতেন।

* কারও দাওয়াত থাকলে দাওয়াত রক্ষা করতে যেতেন বা কেউ অসুস্থ থাকলে তাকে দেখতে যেতেন।

▽ দুপুর

* সকালের শেষে দুপুর গড়িয়ে এলে নবীজি স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে থাকার পালা থাকত তাঁর ঘরে প্রবেশ করতেন।

* ঘরে ঢুকে মিসওয়াক করে সবাইকে সালাম দিতেন।

* এরপর দুহার সালাত আদায় করতেন এবং নাস্তা করতেন। কাটাতেন।

* এই সময়টায় পরিবারের সাথে একান্তে * অন্য মুসলিমা নারীগণ মেয়েদের ব্যক্তিগত মাস'আলা জিজ্ঞেস করতে আসতেন এই সময়।

* কখনও কখনও ঘনিষ্ঠ সাহাবীগণ আসতেন।

* নবীজি সাংসারিক কাজ করতেন এই সময়। তিনি নিজের জুতা ও কাপড় সেলাই করতেন, নিজ হাতে ছাগলের দুধ দোহন করতেন।

* যুহরের সালাতের আগ পর্যন্ত হালকা একটু ঘুমিয়ে নিতেন।

▽ দুপুর ও বিকালের মাঝে

* ঘুমিয়ে থাকলে যুহরের আযানের শব্দে তাঁর ঘুম ভাঙত।

❖ উযু করে তিনি যুহরের ৪ রাকাত সুন্নাহ সালাত ঘরেই আদায় করতেন।

* এসময় মাঝে মাঝে হাসান-হুসাইন তাঁর সাথে খেলতে আসত।

* যুহরের জামাতের জন্য বিলাল (রা) ডাক দিলে তিনি মসজিদে যেতেন।

* কখনও আবার হাসান বা হুসাইনকে কোলে নিয়েও মসজিদে যেতেন।

* সালাতের পর সাহাবীদের দিকে ঘুরে বসতেন এবং তাদেরকে নাসীহা করতেন।

* কখনও কখনও এই সময়ে মদীনার বাহির থেকে প্রতিনিধিদল তাঁর সাথে দেখা করতে আসত।

* এরপর ঘরে ফিরে যুহরের ২ রাকাত সুন্নাহ সালাত আদায় করে কিছুক্ষণ পর আবার মসজিদে চলে যেতেন। •

আসর পর্যন্ত তিনি বহুবিধ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটাতেন।

▽ বিকাল

* আসরের সালাত আদায় করে সাহাবীদের দিকে ঘুরে বসতেন এবং কখনও কখনও খুব সংক্ষিপ্ত নাসীহা করতেন।

* যুহরের তুলনায় আসরের পর নবীজি অনেক কম কথা বলতেন।

* আসরের সালাত শেষ করে তিনি একে একে সকল স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁদের সাথে খুনসুটি করতেন।

* এরপর সেদিন যার ঘরে থাকার পালা থাকত তাঁর ঘরে চলে যেতেন। কখনও আবার যার ঘরে থাকার পালা থাকত সকল স্ত্রী

তাঁর ঘরে জমা হতেন।

* তিনি এসময় স্ত্রীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতেন, তাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিতেন। অত্যন্ত আনন্দঘন পারিবারিক আবহে

তিনি এ সময়টা কাটাতেন।

* কখনও আবার সাহাবীরা তাঁকে আসরের পর দাওয়াত দিতেন। তিনি দাওয়াত কবুল করতেন।

* মাগরিবের সালাত নবীজি সংক্ষিপ্ত করতেন।

▽ সন্ধ্যা

* মাগরিবের সালাতের পর সাহাবীদের সাথে সাধারণত কথা বলতেন না। ঘরে ফিরে ২ রাকাত সুন্নাহ সালাত আদায়

করতেন। এরপর রাতের খাবার গ্রহণ করতেন।

* তবে সিয়াম থাকলে মাগরিবের সালাতের পূবেই ইফতার করে নিতেন।

* পর্যাপ্ত খাবার থাকলে তিনি অন্তত ১০ জন সাহাবীকে সাথে নিয়ে খেতেন, যদিও বেশিরভাগ সময় তিনি খাদ্যের অভাবে অভুক্তই থাকতেন।

• সাহাবীদের নিয়ে খাওয়ার সময় তাদেরকে দ্বীনের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিতেন।

* স্ত্রীদের সাথে খাবার গ্রহণকালে তিনি সরস কথোপকথন চালাতেন।

* ইশার সালাতের আগ পর্যন্ত নবীজি ঘরেই থাকতেন।

* ইশার সালাত কিছুটা দেরিতে আদায় করতেন।

▽ রাত

* ইশার সালাতের পর সাহাবীদের সাথে খুব কম দিনই কথা বলতেন। যেদিন বলতেন সেদিনও অনেক সংক্ষেপে কথা শেষ

করতেন।

* ইশার সালাত শেষ করে ঘরে ফিরে ২ রাকাত সুন্নাহ সালাত আদায় করতেন।

* এরপর স্ত্রীর সাথে খোশ-গল্পে সময় কাটাতেন।

▽ রাতে ঘুমের আগে

• মাঝে মাঝে ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের সাথেও সময় কাটাতেন আবার কিছু রাতে আনসারদের সাথে সময় কাটাতে যেতেন।

• বাসায় ফিরে তিনি স্ত্রীর সাথে কিছু সময় গল্প করতেন এবং কখনও প্রয়োজন বোধ করলে ঘনিষ্ঠ সময় কাটাতেন।

* এরপর পবিত্রতা অর্জন করে তিনি ঘুমের দূয়া পড়তেন এবং ঘুমিয়ে যেতেন।

• রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে পুনরায় ঘুমানোর পূর্বে মিসওয়াক করে নিতেন।

*◇ তিনি মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ঘুমাতেন।